চার ইমামের আক্বীদা

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

Contents

চার ইমামের আক্বীদা

(ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ)

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

চার ইমামের আক্বীদা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮০

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

اعتقاد الأئمة الأربعة

تأليف : الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

জুমাঃ আখেরাহ ১৪৩৯ হি./ফাল্গুন ১৪২৪ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Char Imamer Aqeedah by **Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumais**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. : 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৪
ভূমিকা	৫
ঈমানের মাসআলা ব্যতীত দ্বীনের মূল নীতিমালা সম্পর্কে চার ইমামের আক্বীদা এক	৭
ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদা	১০
তাওহীদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার উক্তি সমূহ	১০
তাক্বদীর বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য	১৬
ঈমান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি সমূহ	১৯
ছাহাবীদের সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য	১৯
তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা	২০
ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর আক্বীদা	২৩
তাক্বদীর প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ)	২৬
ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ)	২৮
ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ)	২৯
তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা	৩১
ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর আক্বীদা	৩৪
তাওহীদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য	৩৪
তাক্বদীর প্রসংগে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)	৪২
ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ	৪৩
ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)	৫১
তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা	৫৩
ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর আক্বীদা	৫৪
তাওহীদ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহঃ)	৫৪
তাক্বদীর প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ	৫৬
ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহঃ)	৫৮
ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ	৫৯
তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিষেধ বাণী	৬০
উপসংহার	৬২

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উছূলুদ্দীন' অনুষদের 'আক্বীদা ও সমকালীন মতবাদ সমূহ' বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস রচিত اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد-এর অনুবাদ 'চার ইমামের আক্বীদা (ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ)' বইটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকে মাননীয় লেখক তাওহীদ, তাক্বদীর, ঈমান, ছাহাবায়ে কেরাম ও ইলমুল কালাম সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ চার ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর আক্বীদা দলীল-প্রমাণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

মুসলিম জীবনে বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইবাদত কবুলেরও অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়' *(নাসাঈ হা/৩১৪০)*।

মুসলিম সমাজে নানাবিধ ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচলিত আছে। যেমন আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, 'যত কল্লা তত আল্লাহ' প্রভৃতি। অথচ কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছে এর কোন ভিত্তি নেই। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আক্বীদা বিশুদ্ধকরণের চেতনা জাগ্রত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সম্মানিত লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!

-প্রকাশক

Contents

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, সৎ পথের দিশা চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের মনের তাড়না ও আমাদের আমলের কদর্যতা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আল্লাহ্‌ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আবার তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথে পরিচালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই (প্রকৃত) মুসলমান না হয়ে মরো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا–

‘হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক’ *(নিসা ৪/১)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا– يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا–

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ’লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে’ *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

প্রিয় পাঠক! আমি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দ্বীনের মূলনীতি সমূহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। এ সময় অন্য তিন ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর আক্বীদাও আমি আমার থিসিসের আমার গবেষণার মুখবন্ধে সংক্ষেপে তুলে ধরেছিলাম। তখন আমার জনৈক হিতৈষী আমাকে উক্ত তিন ইমামের আক্বীদা পৃথকভাবে লিখতে অনুরোধ করেন। ফলে আমি তাওহীদ, তাক্বদীর, ঈমান, ছাহাবায়ে কেরাম ও দর্শন বা তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদা- যা আমি আমার থিসিসের ভূমিকায় বিস্ত ারিত লিখেছি তা সংক্ষেপ করে চার ইমামের আক্বীদার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখতে মনস্থ করি। তারই সূত্র ধরে এ বই।

আল্লাহ্র নিকট আমি দো‘আ করি- তিনি যেন এ কাজকে নির্ভেজালভাবে তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে গ্রহণ করেন, আর আমাদের সবাইকে তাঁর গ্রন্থের আলোকে পথ চলতে এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের তৌফিক দেন। আল্লাহ্ রয়েছেন সকল ইচ্ছার পিছনে। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না ভাল কর্মবিধায়ক! আর আমাদের শেষ কথা-সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য নিবেদিত।

-মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

Contents

প্রথম অধ্যায়

ঈমানের মাসআলা ব্যতীত দ্বীনের মূল নীতিমালা সম্পর্কে চার ইমামের আক্বীদা এক

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) মুসলমানদের মাঝে চার ইমাম নামে পরিচিত। আক্বীদা-বিশ্বাসের কথা কুরআন-সুন্নাতে যেমন বলা হয়েছে এবং ছাহাবী ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈগণ যে মতে ও পথে থেকেছেন, এই চার ইমামের আক্বীদা-বিশ্বাসও ঠিক তদ্রুপ। আল-হামদুলিল্লাহ দ্বীনের মূল নীতিমালা নিয়ে চার ইমামের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং তাঁরা এসব বিষয়ে একমত যে, মহান রবের গুণাবলীর উপর ঈমান রাখতে হবে, কুরআন আল্লাহ্‌র কথা, এটা কোন সৃষ্ট বস্তু নয়, ঈমানের ক্ষেত্রে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি আবশ্যক। তাঁরা জাহ্‌মিয়া ইত্যাদি যেসব গোষ্ঠী গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ঈমান সম্পর্কে যেসব উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা বলেছে, তার প্রতিবাদ করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

... ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم ... كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان ...

‘বলতে গেলে আল্লাহ্‌র বান্দাগণের উপর এটা তার বিশেষ রহমত যে, উম্মতের মধ্যে যেসব ইমামের সুখ্যাতি রয়েছে, যেমন চার ইমাম ও অন্যরা তারা জাহ্‌মিয়া প্রমুখ দার্শনিক গোষ্ঠী কুরআন, ঈমান ও আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিরূপ কথা বলত তার প্রতিবাদ করতেন। আমাদের পূর্বসূরীরা যে মতের উপর ছিলেন তাঁরা তার উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। যেমন

আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে দেখা যাবে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, এটা সৃষ্ট নয়, ঈমানের মধ্যে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি যরূরী...'।[১]

তিনি আরো বলেছেন,

أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمَشْهُورِينَ كُلَّهُمْ يُثْبِتُونَ الصِّفَاتِ لِلّٰهِ تَعَالَى، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، هَذَا مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ مِثْلِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ-

'বিখ্যাত ইমামগণের সবাই আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, এটা সৃষ্ট নয়। তাঁরা আরো বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে আখেরাতে দেখা যাবে। এটাই ছাহাবীদের এবং আহলে বায়েতভুক্ত তাবেঈদের ও অন্যান্য তাবেঈদের মত। অনুসরণীয় ইমামগণ যেমন মালেক বিন আনাস, ছাওরী, লায়ছ বিন সা'দ, আওযাঈ, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মাযহাব বা মতও এটাই'।[২]

ইমাম শাফেঈর আক্বীদা কেমন ছিল-এ সম্পর্কে ইমাম ইবনু তায়মিয়াকে প্রশ্ন করা হ'লে উত্তরে তিনি বলেন,

اِعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاعْتِقَادُ "سَلَفِ الْإِسْلَامِ" كَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ؛ وَهُوَ اعْتِقَادُ الْمَشَايِخِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ كَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الداراني وَسَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التُسْتَرِي وَغَيْرِهِمْ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَأَمْثَالِهِمْ نِزَاعٌ فِي

---

১. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, কিতাবুল ঈমান (দারুত তিবা'আতিল মুহাম্মাদিয়াহ, টীকা : মুহাম্মাদ আল-হিরাস), পৃঃ ৩৫০, ৩৫১।
২. ঐ, মিনহাজুস সুন্নাহ ২/১০৬।

Contents

أُصُولِ الدِّينِ. وَكَذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الاِعْتِقَادَ الثَّابِتَ عَنْهُ فِي التَّوْحِيدِ وَالْقَدَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِاعْتِقَادِ هَؤُلَاءِ وَاعْتِقَادُ هَؤُلَاءِ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَهُوَ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ-

'শাফেঈ (রহঃ)-এর আক্বীদা উম্মতের পূর্বসূরীদের মতই ছিল। যেমন ইমাম মালেক, ছাওরী, আওযাঈ, ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ প্রমুখের মত। এটাই ছিল আধ্যাত্মিক মাশায়েখ যেমন ফুযায়ল বিন 'ইয়ায, আবূ সুলায়মান আদ-দারানী, সাহ্ল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারী প্রমুখের আক্বীদা। এ সকল মনীষীর এবং তাঁদের মত অন্যদেরও দ্বীনের মূল নীতিমালা নিয়ে কোন বিভেদ ছিল না। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফাও তাওহীদ, তাক্বদীর ইত্যাদি বিষয়ের আক্বীদায় উল্লেখিত মনীষীদের মতই ছিলেন। আর তাঁদের সকলের আক্বীদা ছিল ছাহাবী ও তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈদের আক্বীদার অনুরূপ, যা কিনা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে'।[৩]

আর এটাই আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন,

فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري وابن المبارك والإمام أحمد ... وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء وهو الذي نطق بـــه الكتاب والسنة...[8]

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে অনুসরণীয় চার ইমামের দ্বীন সংক্রান্ত মূল নীতিমালার কিছু কথা এবং দর্শন বা তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২৫৬।
৪. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, কাতফুছ ছামার, পৃঃ ৪৭, ৪৮।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদা

তাওহীদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার উক্তি সমূহ :

প্রথমত : তাওহীদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদা এবং শারঈ অসীলা ও বিদ‘আতী অসীলার বর্ণনা :

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, ‘কারো জন্য আল্লাহ্‌র নাম ধরে ছাড়া তাঁর নিকট দো‘আ করা উচিত নয়। যেভাবে তাঁকে ডাকা ও দো‘আ করা অনুমোদিত ও নির্দেশিত তা আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী থেকে বুঝা যায় وَلِلَّـــهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُـــونَ ‘আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ। সে নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে’ *(আ‘রাফ ৭/১৮০)*।[৫]

(২) আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ‘দো‘আকারীর জন্য তার দো‘আ এভাবে বলা মাকরূহ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অমুকের অধিকার সূত্রে, অথবা তোমার নবী-রাসূলদের অধিকার সূত্রে, অথবা বায়তুল হারামের কিংবা আল-মাশ‘আরুল হারামের অধিকার সূত্রে দো‘আ করছি’।[৬]

(৩) আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك ‘কারো জন্য আল্লাহ্‌র নিকট

৫. আদ-দুররুল মুখতার রাদ্দুল মুহতারসহ ৬/৩৯৬-৩৯৭।
৬. শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়া, পৃঃ ২৩৪; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ২/২৮৫; মোল্লা আলী কারী হানাফী, শারহুল ফিক্বহিল আকবার, পৃঃ ১৯৮।

Contents

আল্লাহ্‌র অধিকারের অসীলা ব্যতীত অন্যের অধিকারের অসীলা তুলে দো'আ করা উচিত নয়। কারো জন্য তোমার আরশের সংযোগস্থলের সম্মানের অসীলায় দো'আ করছি; অথবা তোমার সৃষ্টির অধিকারের অসীলায় দো'আ করছি, বলে দো'আ করাকেও আমি অপসন্দ করি'।[৭]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ দো'আয় 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আরশের সংযোগস্থলের ইযযতের অসীলায় দো'আ করছি'- বলে দো'আ করা মাকরূহ বলেছেন। কেননা এভাবে দো'আর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ এ ভাষায় দো'আ জায়েয বলেছেন। তিনি সুন্নাহ থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ পেয়েছেন। নবী করীম (ছাঃ) দো'আয় বলেছেন,

اللهم إني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আরশের সম্মানের এবং তোমার গ্রন্থে উল্লেখিত রহমতের প্রান্তসীমার অসীলা দিয়ে তোমার কাছে দো'আ করছি'। বায়হাক্বী 'আদ-দাওয়াতুল কাবীর' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৮] কিন্তু হাদীছটিতে তিনটি মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে- ১. দাঊদ বিন 'আছিমের ইবনু মাস'ঊদ থেকে না শোনা। ২. আব্দুল মালেক বিন জুরাইজ একজন মুদাল্লিস ও মুরসাল হাদীছ বর্ণনাকারী। ৩. উমর বিন হারূন মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত। এ কারণে ইবনুল জাওযী বলেছেন, 'হাদীছটি যে মাওযূ' বা মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সনদ বাতিল'।[৯]

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্‌র গুণাবলী সাব্যস্তকরণ ও জাহ্‌মিয়াদের প্রতিবাদে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য :

(৪) তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির গুণে গুণান্বিত নন। তাঁর রাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দু'টি গুণ- কোন ধরন ছাড়া। এটাই আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মত। তিনি রাগ করেন, তিনি খুশি হন, কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর রাগ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর খুশি অর্থ তাঁর দেওয়া ছওয়াব। তিনি নিজের গুণ যেভাবে বর্ণনা করেছেন আমরা তা সে রকমই

---

৭. ই'তিক্বাদুস সালাফ আহলিল হাদীছ, পৃঃ ১২।
৮. আল-বিনায়া ৯/৩৮২, যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ, ৪/২৭২।
৯. আল-বিনায়া ৯/৩৮২; আরো দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৮৯, ৬/৪০৫, ৭/৫০১।

Contents

বলি- যেমন তিনি এক, অমুখাপেক্ষী, কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি, তাঁর তুল্য কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বক্ষম, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টিকুলের কারো হাতের মত নয় এবং তাঁর চেহারাও তাঁর সৃষ্টিকুলের কারো চেহারার মত নয়'।[১০]

(৫) তিনি বলেন, وَله يَد وَوجه وَنَفس كَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن فَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن من ذكر الْوَجْه وَالْيَد وَالنَّفس فَهُوَ لَهُ صِفَات بِلَا كَيفَ وَلَا يُقَال إِن يَده قدرته اَوْ نعْمَته لِأَن فِيهِ إِبْطَال الصّفة وَهُوَ قَول أهل الْقدر والاعتزال 'তাঁর হাত, চেহারা ও প্রাণ আছে- যেমনভাবে আল্লাহ তা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাঁর চেহারা, হাত ও প্রাণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর গুণ- কোন ধরন ছাড়া। এমন বলা যাবে না যে, তাঁর হাত হ'ল তাঁর ক্ষমতা অথবা নে'মত। কেননা তাতে গুণ বাতিল করা হয়- যা কিনা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের অভিমত'।[১১]

(৬) তিনি বলেন, 'কারো জন্য আল্লাহ সম্পর্কে নিজ থেকে কোন কিছু বলা উচিত নয়, বরং আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে নিজে যা বলেছেন সে কেবল তাই বলবে। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে সে কিছুই বলবে না। আল্লাহ্ বড়ই বরকতময়, সবার ঊর্ধ্বে, সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক'।[১২]

(৭) তাঁকে যখন আল্লাহ্র নীচে নেমে আসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, ينزل بلا كيف 'তিনি নেমে আসেন কোন ধরন-পদ্ধতি ছাড়াই'।[১৩]

---

১০. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।
১১. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।
১২. শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়া ২/৪২৭, তাহকীক : ড. তুর্কী; জালাউল আয়নাইন, পৃঃ ৩৬৮।
১৩. আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (দারুস সালাফিয়া ছাপা) পৃঃ ৪২; বায়হাক্বী, আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃঃ ৪৫৬। গ্রন্থটির মুহাক্কিক কাওছারী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য

Contents

(৮) আবূ হানীফা বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকতে হবে উপরের দিকে অভিমুখী হয়ে, নীচের দিক থেকে নয়। কেননা নীচত্ব আল্লাহ্র গুণের কোন পর্যায়েই পড়ে না'।[১৪]

(৯) তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ রাগ করেন, রাযী-খুশী হন। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর রাগ হ'ল তাঁর শাস্তি এবং তাঁর রাযী-খুশী হ'ল তাঁর দেওয়া ছওয়াব'।[১৫]

(১০) তিনি বলেন, 'তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর সাথেই তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক কোন সাদৃশ্য বা মিল নেই। তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলী সহ সর্বদাই ছিলেন, আছেন ও থাকবেন'।[১৬]

(১১) তিনি বলেন, 'তাঁর গুণাবলী মাখলূকের গুণাবলীর পরিপন্থী। তিনি জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা রাখার মত নয়। তিনি দেখেন, কিন্তু আমাদের দেখার মত নয়। তিনি শোনেন, কিন্তু আমাদের শোনার মত নয়। তিনি কথা বলেন, কিন্তু আমাদের কথা বলার মত নয়'।[১৭]

(১২) তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ সৃষ্টির গুণাবলীতে গুণান্বিত নন'।[১৮]

(১৩) তিনি বলেন, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقــد كفـــر 'যে আল্লাহ্কে যে কোন অর্থে মানুষের গুণে গুণান্বিত করে সে নিশ্চিত কুফরী করে'।[১৯]

(১৪) তিনি বলেন, 'তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তা বা অস্তিত্ব ও কর্মের সাথে যুক্ত। **অস্তিত্বের সাথে যুক্ত গুণ :** যেমন জীবন, বিদ্যা, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি। **কর্মের সাথে যুক্ত গুণ :** যেমন সৃষ্টি করা,

---

করেননি; শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়া পৃঃ ২৪৫, তাহকীক : আলবানী; মোল্লা আলী ক্বারী, শারহুল ফিক্বহিল আকবার, পৃঃ ৬০।

১৪. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫১।
১৫. ঐ, পৃঃ ৫১। কাওছারী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।
১৬. ঐ, পৃঃ ৩০১।
১৭. ঐ, পৃঃ ৩০২।
১৮. আল- ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।
১৯. আল-আক্বীদাতুত তাহাবিয়া, আলবানীর টীকাসহ, পৃঃ ২৫।

Contents

রিযিক দেওয়া, তৈরী করা, নমুনা ছাড়াই নতুন করে তৈরী করা, বানানো ইত্যাদি। তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ সর্বদাই ছিলেন, আছেন ও থাকবেন'।[২০]

(১৫) তিনি বলেন, 'তিনি সর্বদাই তাঁর কাজের সাথে জড়িত। কাজ তাঁর একটি অনাদিকালীন গুণ এবং তিনি কাজ সম্পাদনকারী কর্তা। তাঁর কাজ অনাদিকালীন একটি গুণ, তাই কর্ম সৃষ্ট, কিন্তু তাঁর কোন কাজ সৃষ্ট নয়'।[২১]

(১৬) তিনি বলেন, من قَالَ لَا اعرف رَبِّي فِي السَّمَاء اَم فِي الأَرْض فقد كفر وَكَذَا من قَالَ إِنَّه على الْعَرْش وَلَا ادري الْعَرْش أَفِي السَّمَاء اَم فِي الأَرْض 'যে বলে, আমি জানি না যে, আল্লাহ আকাশে না যমীনে- সে নিশ্চিত কুফরী করে। অনুরূপভাবে যে বলে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন, তবে আরশ আকাশে না যমীনে তা আমি জানি না, সে নিশ্চিত কুফরী করে'।[২২]

(১৭) জনৈক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যে মা'বূদের ইবাদত করেন তিনি কোথায়? উত্তরে তিনি বলেন, اِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي فِي السَّمَاءِ دُوْنِ الْاَرْضِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আকাশে আছেন, তিনি যমীনে নন'। তখন এক লোক তাঁকে বলল, আল্লাহ্‌র বাণী, وَهُوَ مَعَكُمْ (তিনি তোমাদের সাথে আছেন) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, এটা যেমন তুমি কোন লোককে লিখলে আমি তোমার সাথে আছি, অথচ তুমি তার থেকে অনুপস্থিত'।[২৩]

---

২০. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০১।
২১. ঐ, পৃঃ ৩০১।
২২. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৪৬। অনুরূপ কথা বলেছেন, ইমাম ইবনু তায়মিয়া তাঁর মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (৫/৪৮), ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর 'ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া' গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৯), যাহাবী তাঁর আল-উলু' গ্রন্থে (পৃঃ ১০১-১০২), ইবনু কুদামা তাঁর আল-উলু' গ্রন্থে (পৃঃ ১১৬) এবং ইবনু আবিল 'ইযয তাঁর শারহু আক্বীদা আত-ত্বহাবিয়া গ্রন্থে (পৃঃ ৩০১)।
২৩. আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত, পৃঃ ৪২৯।

Contents

(১৮) তিনি বলেন, অনুরূপভাবে يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর) আয়াতে বর্ণিত হাত তাঁর সৃষ্টিকুলের হাতের মত নয়।[২৪]

(১৯) তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আকাশে আছেন, তিনি যমীনে নন। তখন এক লোক তাঁকে বলল, আল্লাহ্‌র বাণী- وَهُوَ مَعَكُمْ 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন' *(হাদীদ ৫৭/০৪)* সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, এটা যেমন তুমি কোন লোককে লিখলে আমি তোমার সাথে আছি, অথচ তুমি তার থেকে অনুপস্থিত।[২৫]

(২০) তিনি বলেন, 'মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলার আগে থেকেই তিনি কথক ছিলেন। এমন নয় যে, মূসা (আঃ)-এর সাথে কেবল কথা বলেছেন'।[২৬]

(২১) তিনি বলেন, তিনি তাঁর ভাষায় কথা বলেন, এ ভাষা অনাদিকাল থেকে তাঁর একটি গুণ।[২৭]

(২২) তিনি বলেন, 'তিনি কথা বলেন, তবে আমাদের মত নয়'।[২৮]

(২৩) তিনি বলেন, মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র কথা শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন' *(নিসা ৪/১৬৪)*। মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলার আগে থেকেই তিনি কথক ছিলেন, এমন নয় যে, মূসা (আঃ)-এর সাথে কেবল কথা বলেছেন'।[২৯]

(২৪) তিনি বলেন, 'কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, মাছাহিফ বা গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ, অন্তরে সংরক্ষিত, মুখে পঠিত এবং নবী (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ'।[৩০]

(২৫) তিনি বলেন, وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ 'কুরআন সৃষ্ট নয়'।[৩১]

---

২৪. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।
২৫. আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত ২/১৭০।
২৬. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।
২৭. ঐ, পৃঃ ৩০১।
২৮. ঐ, পৃঃ ৩০২।
২৯. ঐ, পৃঃ ৩০২।
৩০. ঐ, পৃঃ ৩০১।

Contents

তাক্বদীর বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য :

(১) এক ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে বিতর্ক করার জন্য ইমাম আবূ হানীফার নিকট এল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি জান? তাক্বদীরে দৃষ্টিপাতকারী ভরদুপুরে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাতকারীর মত? যতই সে নযর বাড়াবে ততই তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসবে'?[৩২]

(২) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'সময়ের উদ্ভবের আগে বস্তুসমূহের হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ সেই অনাদি কালে সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন'।[৩৩]

(৩) তিনি বলেন, 'অস্তিত্বহীন বস্তুকে তার অস্তিত্বহীন অবস্থাতেও আল্লাহ অস্তিত্বহীনভাবে জানেন। ঐ বস্তু অস্তিত্ব লাভ করলে কেমন হবে তাও তিনি জানেন। অস্তিত্বওয়ালা বস্তুকেও তার অস্তিত্বপূর্ণ অবস্থাতে আল্লাহ অস্তিত্বপূর্ণভাবে জানেন। ঐ বস্তু ধ্বংসই বা কেমনভাবে হবে তাও তিনি জানেন'।[৩৪]

(৪) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, তাঁর (নির্ধারিত) তাক্বদীর (পরিকল্পনা) লাওহে মাহফূযে বিদ্যমান।[৩৫]

(৫) তিনি বলেন, আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ তা'আলা কলমকে লিখতে আদেশ দিয়েছিলেন। কলম বলেছিল, কী লিখব? তখন আল্লাহ বলেছিলেন, ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লেখ। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ–وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ 'তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*।[৩৬]

(৬) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না, দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না'।[৩৭]

---

৩১. ঐ, পৃঃ ৩০১।
৩২. ক্বালাইদু উকূদিল 'ইক্বয়ান, পৃঃ ৭৭।
৩৩. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২-৩০৩।
৩৪. ঐ, পৃঃ ৩০২-৩০৩।
৩৫. ঐ, পৃঃ ৩০২।
৩৬. ব্যাখ্যাসহ আল-অছিয়ত, পৃঃ ২১।
৩৭. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।

Contents

(৭) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তবে কোন নমুনা থেকে নয়'।[৩৮]

(৮) তিনি বলেন, 'সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা (খালিক) ছিলেন'।[৩৯]

(৯) তিনি বলেন, আমরা স্বীকার করি যে, মানুষ তার যাবতীয় কাজ, স্বীকৃতি, জ্ঞান-গরীমা ও যোগ্যতাসহ সৃষ্ট। সুতরাং কর্তা (মানুষ) নিজেই যেখানে সৃষ্ট তখন তার কার্যাবলী যে সৃষ্ট হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[৪০]

(১০) তিনি বলেন, 'মানুষের যাবতীয় কাজ, যেমন নড়াচড়া করা, স্থির থাকা ইত্যাদি মানুষের নিজস্ব অর্জন। তবে কাজগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা, জানা, ফায়ছালা ও পরিকল্পনা মোতাবেক তা হয়'।[৪১]

(১১) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, মানুষের যাবতীয় কাজ যেমন-নড়াচড়া করা, স্থির থাকা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজস্ব অর্জন। তবে কাজগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা, জানা, ফায়ছালা ও পরিকল্পনা মোতাবেক তা হয়। আল্লাহ্র আনুগত্যসূচক যত ভাল কাজ আছে সবই করণীয় হয়েছে আল্লাহ্র আদেশে, তাঁর ভালবাসায়, তাঁর সন্তুষ্টিক্রমে, তাঁর জানামতে, তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর ফায়ছালায় এবং পরিকল্পনায়। আর যত পাপ আছে তা হয় তাঁর জানামতে, তাঁর ফায়ছালায়, পরিকল্পনায়, কিন্তু তাঁর মহব্বতে, তাঁর সন্তুষ্টিক্রমে ও তাঁর হুকুমে নয়।[৪২]

(১২) তিনি বলেন, আল্লাহ মানবজাতিকে কুফ্র ও ঈমান থেকে মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন[৪৩], তারপর তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, আদেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন। এক্ষণে যে কাফের হয়েছে সে

---

৩৮. ঐ, পৃঃ ৩০২।
৩৯. ঐ, পৃঃ ৩০৪।
৪০. ব্যাখ্যাসহ আল-অছিয়ত, পৃঃ ১৪।
৪১. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০৩।
৪২. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০৩।
৪৩. সঠিক কথা হ'ল, আল্লাহ মাখলূক্বকে ইসলামী স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি পরবর্তী বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা নিজেই বর্ণনা করবেন।

Contents

নিজের কর্মের ফলশ্রুতিতে এবং সত্যকে অস্বীকার ও মেনে না নেওয়ার দরুন কাফের হয়েছে। ফলে আল্লাহ তাকে করেছেন অপমানিত-লাঞ্ছিত। আর যে মুমিন হয়েছে সে নিজের কর্মের ফলশ্রুতিতে এবং সত্যকে স্বীকার ও মেনে নেওয়ার দরুন মুমিন হয়েছে। ফলে তার পক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থন মিলেছে।[৪৪]

(১৩) তিনি বলেন, 'তিনি আদমের বংশধরদের আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে ক্ষুদ্রাকৃতিতে বের করে (সৃষ্টি করে) তাদের বুদ্ধি দান করেন। অতঃপর তাদের সম্বোধন করে ঈমান আনতে আদেশ দেন এবং কুফরী করতে নিষেধ করেন। তারা সবাই তখন তাঁর প্রভুত্ব (রুবূবিয়াত) স্বীকার করে নেয়। ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় তাদের ঈমান। এজন্য প্রত্যেক মানবশিশু জন্মের সময় এই স্বভাবজাত ঈমান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে এসে যার কাফের হওয়ার ইচ্ছে জাগে সে কাফের হয়ে যায় এবং তার উক্ত ঈমানকে পাল্টে ফেলে। আর যে ঈমান আনে এবং সত্যকে মেনে চলে সে তার উক্ত ঈমানের উপর দৃঢ় হয়ে ও অবিচল থাকে'।[৪৫]

(১৪) তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌ই সকল বস্তুর তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতে তার ইচ্ছা, জ্ঞান, ফায়ছালা ও পরিকল্পনার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। আর তিনি তা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন'।[৪৬]

(১৫) তিনি বলেন, 'আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে না কুফরী করতে বাধ্য করেছেন, না ঈমান আনতে। তিনি কেবল তাদেরকে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান আনা বা কুফরী করা মানুষের কাজ। যে কুফরী করে তার কুফর অবস্থাতে আল্লাহ তাকে কাফের হিসাবে জানেন, তারপর ঐ ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন তাকে মুমিন হিসাবে তিনি জানেন এবং ভালবাসেন। তাঁর জানাজানিতে কোন পরিবর্তন আসে না।[৪৭]

৪৪. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০৩।
৪৫. ঐ, পৃঃ ৩০২।
৪৬. ঐ, পৃঃ ৩০২।
৪৭. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০৩।

Contents

ঈমান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি সমূহ :

(১) তিনি বলেন, والايمان هو الإقرار والتصديق 'ঈমান হ'ল মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস'।[৪৮]

(২) তিনি বলেন, 'ঈমান হ'ল মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস। তবে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ঈমান নয়'।[৪৯] এ কথা ত্বাহাবী আবূ হানীফা ও তাঁর দুই সাথী থেকে উল্লেখ করেছেন।[৫০]

(৩) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, والايمان لا يزيد ولا يـــنقص 'ঈমান না বাড়ে, না কমে'।[৫১]

আমি (আল-খুমাইয়িস) বলেছি, তাঁর মতে ঈমান বাড়েও না কমেও না এবং ঈমানের সংজ্ঞায় তিনি অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করলেও আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর এই মতই ঈমান বিষয়ে অন্য সকল ইমাম যেমন মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, বুখারী ও অন্যান্যদের সংগে তাঁর পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সত্যটা ইমাম ছাহেবের বিপরীত। সঠিক মত থেকে দূরে হ'লেও তিনি উভয় অবস্থায় (ভুল-সঠিক) ইজতিহাদের ছওয়াব পাবেন। এদিকে ইবনু আব্দিল বার্র ও ইবনু আবিল 'ইযয হানাফী যে কথা বলেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর উক্ত মত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।[৫২] আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

ছাহাবীদের সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য :

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের যে কোন জনের প্রসঙ্গ আলোচনায় ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলি না'।[৫৩]

---

৪৮. ঐ, পৃঃ ৩০৪।
৪৯. কিতাবুল অছিয়ত ব্যাখ্যাসহ, পৃঃ ২।
৫০. আত-ত্বহাবিয়া ব্যাখ্যাসহ, পৃঃ ৩৬০।
৫১. কিতাবুল অছিয়ত ব্যাখ্যাসহ, পৃঃ ৩।
৫২. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৯/২৪৭; শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়া, পৃঃ ৩৯৫।
৫৩. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০৪।

Contents

(২) তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের কারো প্রতি নাখোশ না এবং তাঁদের কাউকে ছেড়ে কারো সঙ্গে দোস্তী করি না'।[৫৪]

(৩) তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁদের কারো এক ঘণ্টা অবস্থান আমাদের সারা জীবনের আমল থেকেও শ্রেয়, যদিও আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করি না কেন'।[৫৫]

(৪) তিনি বলেন, 'আমরা স্বীকার করি যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হ'লেন আবুবকর ছিদ্দীক্ব, তারপর ওমর, তারপর ওছমান, তারপর আলী (রাঃ)'।[৫৬]

(৫) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হ'লেন আবুবকর, উমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবী সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু বলা থেকে বিরত থাকি ও থাকব।[৫৭]

তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, বছরা শহরে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী লোকের সংখ্যা প্রচুর। আমি সেখানে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তেইশেরও অধিকবার গিয়েছি যে, তর্কশাস্ত্র সবচেয়ে দামী বিদ্যা। এজন্য আমি অনেক সময় বছরাধিক বা তার কম সেখানে অবস্থান করেছি।[৫৮]

(২) তিনি বলেন, আমি তর্কশাস্ত্রে এতটাই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলাম এবং এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলাম যে, আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হ'ত। আমরা হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মানের শিক্ষালয়ের কাছাকাছি এক জায়গায় বসতাম। একদিন এক মহিলা এসে আমাকে বলল, এক লোকের এক দাসী স্ত্রী আছে, সে তাকে সুন্নাত মোতাবেক তালাক দিতে চায়- এক্ষণে সে কয় তালাক দেবে? আমি তখন তাকে কী বলব তা বুঝে উঠতে

৫৪. আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৪০।
৫৫. আল-মাক্কী, মানাকিবু আবী হানীফা, পৃঃ ৭৬।
৫৬. কিতাবুল অছিয়ত ব্যাখ্যাসহ, পৃঃ ১৪।
৫৭. আন-নূরুল লামি', পৃঃ ১১৯।
৫৮. আল-কুর্দী, মানাকিবু আবী হানীফা, পৃঃ ১৩৭।

Contents

পারলাম না। তাই আমি তাকে বললাম, তুমি হাম্মাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে এবং তিনি যা বলেন তা আমাকে জানিয়ে যাবে। সে হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঐ স্ত্রী মাসিক ও সহবাস থেকে মুক্ত থাকাবস্থায় লোকটি তাকে এক তালাক দেবে, তারপর তাকে দুই মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে দেবে। দুই মাসিক পার হওয়ার পরক্ষণে সে অন্য পুরুষদের বিয়ের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। সে ফিরে এসে আমাকে জানিয়ে গেল। তখন আমি বললাম, আমার আর তর্কশাস্ত্রের দরকার নেই। আমি আমার জুতা-সেন্ডেল গুছিয়ে নিলাম এবং সোজা হাম্মাদের দরসে গিয়ে বসলাম।[৫৯]

(৩) তিনি বলেন, 'আমর বিন উবায়দের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসুক। কেননা সেই প্রথম লোকদের জন্য তর্কশাস্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছিল, যা কিনা তাদের কথা-বার্তায় কোনই ফায়দা দেয় না।[৬০] এক লোক তাঁকে বলেছিল, লোকেরা তর্কশাস্ত্রে বস্তু ও অবস্তু নিয়ে নিত্য-নতুন কথা আবিষ্কার করে চলেছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, مقَالَاتُ الْفَلَاسِفَةِ عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ وَطَرِيقَةِ السَّلَفِ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ 'এগুলো দার্শনিকদের নানা কথা। তুমি বরং সুন্নাত ও পূর্বসূরীদের পথ আঁকড়ে থাক এবং নব নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাক। কেননা তা সবই বিদ'আত'।[৬১]

(৪) আবূ হানীফা তনয় হাম্মাদ বলেন, একদিন আমার আব্বা আমার কাছে এলেন। আমার কাছে তখন তর্কশাস্ত্রের একদল লোক ছিল। আমরা একটা বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্ক করছিলাম। আমাদের গলার স্বর চড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন দরজার কাছে তাঁর উপস্থিতি টের পেলাম তখন বাইরে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, হাম্মাদ, তোমার কাছে কে কে? আমি বললাম, অমুক, অমুক ও অমুক। আমি তাদের নাম বললাম। তিনি বললেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? আমি বললাম, এই এই বিষয়ে। তিনি বললেন, ওহে হাম্মাদ! তর্কশাস্ত্র পরিত্যাগ কর। আমার আব্বা দুই কথার মানুষ ছিলেন

---

৫৯. তারীখু বাগদাদ ১৩/৩৩৩।
৬০. হারাবী, যাম্মুল কালাম, পৃঃ ২৮-২৯।
৬১. ঐ, পৃঃ ১৯৪।

Contents

না। তিনি একবার কোন কিছুর আদেশ দিলে দ্বিতীয়বার তা নিষেধ করতেন না। তাইতো আমি বললাম, আব্বুজী! আপনিই না আমাকে তর্কশাস্ত্র চর্চা করতে বলেছিলেন। তিনি বললেন, বাছা আমার! আমি অবশ্যই বলেছিলাম, তবে আজ তোমাকে নিষেধ করছি। আমি বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, প্রিয় বৎস আমার! নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ করেছ যে, তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মতানৈক্যকারী এসব তার্কিক-দার্শনিকরা একসময় একই দ্বীনের উপর একমতে ছিল। তারপর শয়তান তাদেরকে যুক্তি-তর্ক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে এবং এ পথে তাদের মাঝে বিরোধ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। এখন তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে...।[৬২]

(৫) আবূ হানীফা (রহঃ) আবূ ইউসুফ (রহঃ)-কে বলেন, তুমি সাধারণ জনগণকে দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ে তর্কশাস্ত্র থেকে কিছু বলা থেকে সাবধান থাকবে। কেননা তারা এমন এক শ্রেণী, যারা তোমার তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে যুক্তি-তর্কে মশগূল হয়ে পড়বে।[৬৩]

এগুলো মহান ইমামের কিছু উক্তি, দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ে তাঁর আক্বীদা এবং তর্কশাস্ত্র ও তার্কিকদের বিষয়ে তাঁর অবস্থান। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

---

৬২. আল-মাক্কী, মানাকিবু আবী হানীফা, পৃঃ ১৮৩-১৮৪।
৬৩. ঐ, পৃঃ ৩৭৩।

Contents

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর আক্বীদা

তাওহীদ সম্পর্কে ইমাম মালেক-এর বক্তব্য :

(১) হারাবী ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালেককে দর্শন ও তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, محال ان يظن بالنبي صلي الله عليه وسلم انه علم بالتوحيد امته الاستنجاء و لم يعلتهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلي الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'যে নবী তাঁর উম্মতকে কিভাবে পেশাব-পায়খানা করতে হয় তা শিক্ষা দিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর উম্মতকে তাওহীদ শিক্ষা দেননি- একথা ভাবা অসম্ভব। আর তাওহীদ তো তাই যা মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই...'।[৬৪] সুতরাং যা বলা ও স্বীকার করা দ্বারা জান-মালের হেফাযত হবে তাই প্রকৃত তাওহীদ।[৬৫]

(২) দারাকুৎনী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিমের সনদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেক, ছাওরী, আওযাঈ ও লায়ছ বিন সা'দকে আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণিত।[৬৬]

---

৬৪. বুখারী হা/১৩৯৯, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত দেওয়া ফরয' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হা/৩২৪, 'ঈমান' অধ্যায়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না বলা পর্যন্ত মানুষের সংগে সংগ্রামের আদেশ' অনুচ্ছেদ' ; নাসাঈ হা/২৪৪৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত দানে অনীহা প্রকাশকারী' অনুচ্ছেদ। তাঁরা সবাই উবায়দুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন উৎবা বিন মাস'ঊদের সনদে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবূদাঊদ 'জিহাদ' অধ্যায়ে 'কিসের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করা যাবে' অনুচ্ছেদে আবূ ছালেহ-এর সনদে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হা/২৬৪০,।

৬৫. যাম্মুল কালাম, পৃঃ ২১০।

৬৬. দারাকুৎনী, আছ-ছিফাত, পৃঃ ৭৫; আজুর্রী, আশ-শারী'আহ পৃঃ ৩১৪; বায়হাক্বী, আল-ই'তিকাদ, পৃঃ ১১৮; ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৭/১৪৯।

Contents

(৩) ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, মালেককে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখা যাবে কি না তা জিজ্ঞেস করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَـــاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে। তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২)*। তিনি আরেক দলকে বলেছিলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِـــمْ يَوْمَئِـــذٍ لَمَحْجُوبُـــونَ 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৫)*।[৬৭]

কাযী 'ইয়ায 'তারতীবুল মাদারিক'[৬৮] গ্রন্থে ইবনু নাফে'[৬৯] ও আশহাব[৭০] থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা ইমাম মালেককে বলেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আল্লাহ বলেছেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَـــا نَـــاظِرَةٌ (সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে। তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে) তারা কি আসলে তাদের প্রভুকে দেখবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা এই দু'টো চোখ দিয়ে দেখবে। আমি তাঁকে বললাম, তাহ'লে একদল লোক যে বলে, তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। কুরআনে উক্ত نَـــاظِرَةٌ অর্থ তারা ছওয়াবের অপেক্ষা করবে (مُنْتَظِرَةٌ إِلَى الثَّوَابِ)। তিনি বললেন, ওরা মিথ্যা বলেছে। তারা বরং আল্লাহকে দেখবে। তুমি কি মূসা (আঃ)-এর কথা শোননি رَبِّ

---

৬৭. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৩৬।

৬৮. দারাকুৎনী, আছ-ছিফাত পৃঃ ৭৫; আজুর্রী, আশ-শারী'আহ পৃঃ ৩১৪; বায়হাক্বী, আল-ই'তিকাদ পৃঃ ১১৮ এবং ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৭/১৪৯।

৬৯. ইমাম মালেক থেকে ইবনু নাফে' নামে বর্ণনাকারী হ'লেন দু'জন। প্রথমজন আব্দুল্লাহ বিন নাফে' বিন ছাবেত আয-যুবায়রী আবূবকর আল-মাদানী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। ২১৬ হিজরীতে তিনি মারা গেছেন'। দ্বিতীয় জন আব্দুল্লাহ বিন নাফে' বিন আবী নাফে' আল-মাখযূমী। তাদের মাওলা আবূ মুহাম্মাদ আল-মাদানী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য, শুদ্ধ লেখক, তার মুখস্থ শক্তি সাদামাটা ছিল। ২০৬ হিজরীতে তিনি মারা গেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার পরে (তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৪৫৫-৪৫৬; তাহযীবুত তাহযীব ৬/৫০-৫১)।

৭০. আশহাব বিন আব্দুল আযীয বিন দাঊদ আল-ক্বায়সী আবূ ওমর আল-মিছরী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য, ফকীহ। ২০৪ হিজরীতে তিনি মারা গেছেন' (তাক্বরীবুত তাহযীব পৃঃ ৮০; তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৫৯)।

Contents

أَرِنِي أَنْظُـــرْ إِلَيْـــكَ ‘হে প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*। তোমার কি মনে হয় মূসা তাঁর প্রভুর কাছে এক অসম্ভব অবাস্তব জিনিসের আবদার করেছিলেন? আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন, لَــنْ تَرَانِـــي ‘তুমি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*। অর্থাৎ দুনিয়াতে পাবে না। কেননা দুনিয়া নশ্বর। আর নশ্বর দিয়ে অবিনশ্বরকে দেখা যায় না। যখন তারা অবিনশ্বর জগতে যাবে তখন অবিনশ্বর চোখ দিয়ে অবিনশ্বর আল্লাহকে দেখতে পারবে। আল্লাহ তো বলেছেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ‘কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ’তে বঞ্চিত থাকবে *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৫)*।

(৪) আবূ নু‘আইম জা‘ফর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা মালেক বিন আনাসের মজলিসে ছিলাম। এ সময় একলোক তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! রহমান (আল্লাহ) তো আরশে সমুন্নত। তিনি কিভাবে সমুন্নত? তার প্রশ্নে ইমাম মালেক এতটাই রাগান্বিত হ’লেন যে আর কিছুতে তিনি অত রাগান্বিত হননি। তিনি মাটির দিকে চোখ করলেন এবং তাঁর হাতে থাকা একটি ডাল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন। রাগে তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তিনি ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা তুললেন এবং বললেন, الْكَيْفُ مِنْهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالِاسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ‘তাঁর সমুন্নত হওয়ার ধরন অবোধগম্য, তবে তাঁর সমুন্নত হওয়া অজ্ঞাত নয়, এ বিষয়ে ঈমান রাখা ফরয এবং প্রশ্ন তোলা বিদ‘আত’। আমার ধারণা তুমি একজন বিদ‘আতী। তারপর তিনি তাকে বের করে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তাকে বের করে দেওয়া হ’ল।[৭১]

---

৭১. হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৫-৩২৬। একই ঘটনা আছ-ছাবূনী ‘আক্বীদাতুস সালাফ-আছহাবিল হাদীছ’ গ্রন্থে (পৃঃ ১৬-১৭) জা‘ফর বিন আব্দল্লাহ্র সনদে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্দিল বার্র ‘আত-তামহীদ’ গ্রন্থে (৭/১৫১) আব্দুল্লাহ বিন নাফে‘র সনদে মালেক থেকে এবং বায়হাক্বী ‘আল আসমা ওয়াছ-ছিফাত’ গ্রন্থে (পৃঃ ৪০৮) আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্বের সনদে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার ‘ফাৎহুল বারী’ গ্রন্থে

Contents

(৫) আবূ নু'আইম ইয়াহ্ইয়া বিন রবী' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেক বিন আনাসের নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় এক লোক তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কুরআনকে সৃষ্ট বলে? মালেক বললেন, زِنْـــدِيقٌ اقْتُلُـــوهُ 'সে যিনদীক্ব। তোমরা তাকে হত্যা কর'। সে বলল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আমি তো একটা শোনা কথা নকল করেছি মাত্র'। মালেক বললেন, لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ إِنَّمَا سَــمِعْتُهُ مِنْــكَ 'আমি তোমাকে ছাড়া আর কারো থেকে এ কথা শুনিনি। এ বড় সাংঘাতিক কথা'![৭২]

(৬) ইবনু আব্দিল বার্র আব্দুল্লাহ বিন নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মালেক বিন আনাস বলতেন, যে বলে কুরআন সৃষ্ট তাকে মেরে বেদনার্ত করে দিতে হবে এবং তওবা না করা অবধি জেলে আবদ্ধ রাখতে হবে।[৭৩]

(৭) আবূদাঊদ আব্দুল্লাহ বিন নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মালেক বলেছেন, اَللَّهُ فِي السَّمَاءِ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَـــانٍ 'আল্লাহ আকাশে এবং তাঁর বিদ্যা সর্বপরিব্যাপ্ত'।[৭৪]

তাক্বদীর প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ) :

(১) আবূ নু'আইম ইবনু ওয়াহ্ব[৭৫] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালেককে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলাম, তুমিই না

(১৩/৪০৬-৪০৭) বলেছেন, এই বর্ণনার সনদটি উত্তম। যাহাবী আল-উলু' গ্রন্থে একে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন (পৃঃ ১০৩)।

৭২. হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৫; লালকাঈ এ কথা আবূ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খালাফের বরাতে মালেক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শারহু উছূলে ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ১/২৪৯। একই কথা তুলে ধরেছেন ক্বাযী 'ইয়ায 'তারতীবুল মাদারিক' গ্রন্থে (২/৪৪)।

৭৩. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৩৫।

৭৪. আবূদাঊদ, মাসাইলুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২৬৩; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ১১, ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৭/১৩৮।

৭৫. তিনি আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্ব আল-কুরাশী আল-মিছরী। তাঁর প্রসঙ্গে ইবনু হাজার বলেছেন, তিনি একজন ফক্বীহ, নির্ভরযোগ্য, ইবাদতগুযার ও হাদীছের হাফেয। তিনি ১৯৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৪৬০)।

গতকাল আমাকে তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‘আমরা চাইলে প্রত্যেককে সুপথ প্রদর্শন করতাম। কিন্তু আমার পক্ষ হ’তে এ সত্য অবধারিত হয়েছে যে, আমি জিন ও ইনসান সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব’ *(সাজদাহ ৩২/১৩)*। সুতরাং আল্লাহ যা বলেছেন তা তো হ’তেই হবে।[৭৬]

(২) কাযী ‘ইয়ায বলেছেন, ইমাম মালেককে ক্বাদারিয়া কারা তা জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, যারা বলে, তিনি (আল্লাহ) পাপ সৃষ্টি করেননি। ক্বাদারিয়াদের পরিচয় প্রসঙ্গে আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, هم الذين يقولون ان الاستطاعة إليهم إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا ‘তারা ঐ সকল লোক যারা বলে, কাজের ক্ষমতা তাদের (মানুষের) হাতে। চাইলে তারা পুণ্যকাজ করতে পারে আবার চাইলে পাপকাজও করতে পারে’।[৭৭]

(৩) ইবনু আবী ‘আছিম সা‘ঈদ বিন আব্দুল জব্বার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেক বিন আনাসকে তাদের অর্থাৎ ক্বাদারিয়াদের প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, رَأْيِي فِيهِمْ أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا يَعْنِي الْقَدَرِيَّةَ ‘তাদের বিষয়ে আমার মত এই যে, তাদের তওবা করতে আদেশ দেওয়া হবে, যদি তারা তওবা করে তো ভাল, নচেৎ তাদের হত্যা করতে হবে’।[৭৮]

(৪) ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, মালেক বলেছেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ إِلا أَهْلَ سَخَافَةٍ وَطَيْشٍ وَخِفَّةٍ ‘আমি ক্বাদারিয়াদের এমন একজনও দেখিনি যার মধ্যে বোধশক্তির দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামি নেই’।[৭৯]

---

৭৬. হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৬।
৭৭. তারতীবুল মাদারিক ২/৪৮; শারহু উছূলি ই‘তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ ২/৭০১।
৭৮. আস-সুন্নাহ ১/৮৭-৮৮; হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৬।
৭৯. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৩৪।

(৫) ইবনু আবী ‘আছিম মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আত-ত্বাত্বারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ الْقَـــدَرِيِّ فَقَرَأَ : {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْـــرٌ مِـــنْ مُـــشْرِكٍ} আমি মালেক বিন আনাসকে ক্বাদারিয়াদের সাথে বিয়ে-শাদী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তার জবাবে তিনি তেলাওয়াত করেন- وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُـــشْرِكٍ ‘মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম’ *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।[৮০]

(৬) কাযী ‘ইয়ায বলেন, ইমাম মালেক বলেছেন, ولا تجوز شهادة القدري الذي يدعو أو الخارجي والرافضي ‘যে ক্বাদারী তার বিদ‘আতী মতের দিকে দাওয়াত দেয় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে খারেজী ও রাফেযীদেরও নয়’।[৮১]

(৭) কাযী ‘ইয়ায বলেছেন, ইমাম মালেককে ক্বাদারিয়াদের সাথে আমরা কথা বলা থেকে বিরত থাকব কি না তা জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন সে তার মতে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না, তাদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না, আর যদি তোমরা তাদের কোন সীমান্ত এলাকায় পাও তবে সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেবে।[৮২]

ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ) :

(১) ইবনু আব্দিল বার্র আবদুর রাযযাক্ব বিন হুমাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইবনু জুরাইজ[৮৩], সুফিয়ান ছাওরী, মা‘মার বিন রাশেদ, সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও মালেক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি যে, الايمـــان قـــول وعمل يزيد و ينقص ‘ঈমান কথা ও কাজের নাম এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে’।[৮৪]

---

৮০. আস-সুন্নাহ ১/৮৮; হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৬।
৮১. তারতীবুল মাদারিক ২/৪৭।
৮২. তারতীবুল মাদারিক ২/৪৭।
৮৩. তাঁর নাম আব্দুল মালেক বিন আব্দুল আযীয বিন জুরাইজ রূমী, উমাবী, আল মাক্কী। তিনি উমাইয়াদের সাথে সম্পর্কিত মাওলা। তাঁর সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন, তিনি ইমাম, হাফেয ও হারাম শরীফের ফক্বীহ। তাঁর উপনাম আবুল ওয়ালীদ। ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬৯; তারীখু বাগদাদ ১০/৪০০)।
৮৪. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৩৪।

(২) আবূ নু'আইম আব্দুল্লাহ বিন নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি বলেন, 'মালেক বিন আনাস বলতেন, ঈমান কথা ও কাজের নাম'।[৮৫]

(৩) ইবনু আব্দিল বার্র আশহাব বিন আব্দুল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মালেক কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন, লোকেরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল মাস ছালাত আদায় করেন। তারপর তাঁদের বায়তুল হারামের দিকে মুখ করতে আদেশ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 'আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের (বিগত কিবলার) ছালাতকে বিনষ্ট করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। অর্থাৎ বায়তুল মাক্বদিসের দিকে তোমাদের আদায়কৃত ছালাতকে। মালেক বলেন, আমি এ আয়াত দ্বারা মুরজিয়াদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- তারা বলে, ان الصلاة ليست من الايمان 'ছালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮৬]

ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম মালেক :

(১) আবূ নু'আইম আব্দুল্লাহ আল-আম্বারী[৮৭] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মালেক বিন আনাস বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে কোন ছাহাবীকে নিন্দা করবে কিংবা তাঁদের কারো প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবে মুসলিমদের 'ফাই' তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদে তার কোন অধিকার থাকবে না। তারপর তিনি পাঠ করেন, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا– 'তারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না' *(হাশর ৫৯/১০)*। সুতরাং যে ব্যক্তি ছাহাবীদের নিন্দা করবে কিংবা তাঁদের প্রতি

---

৮৫. আল-হিলইয়া ৬/৩২৭।
৮৬. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৩৪।
৮৭. তিনি আব্দুল্লাহ বিন সিওয়ার আব্দুল্লাহ আল-আম্বারী আল-বছরী আল-কাযী। ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। ২২৮ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন (তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৪২১; তাহযীবুত তাহযীব ৫/২৪৮)।

অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবে মুসলিমদের ‘ফাই’ তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদে তার কোন অধিকার থাকবে না।[৮৮]

(২) আবূ নু‘আইম যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ)-এর এক বংশধর[৮৯] হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা মালেক বিন আনাসের মজলিসে বসা ছিলাম। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এক ব্যক্তির আলোচনা উঠল। সে ছাহাবীদের নিন্দা-সমালোচনা করত। তা শুনে মালেক এ আয়াত পড়লেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ‘মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকূকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের এরূপই নমুনা বর্ণিত হয়েছে তওরাতে ও ইনজীলে। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের ন্যায়। প্রথমে যার কলি বের হয়। অতঃপর তা শক্ত হয় ও পুষ্ট হয়। অতঃপর তা নিজ কাণ্ডে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যা কৃষককে আনন্দিত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন’ *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। তারপর তিনি বললেন, যার মনে রাসূলের ছাহাবীদের কোন একজনের প্রতিও ক্ষোভ থাকবে সে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে।[৯০]

(৩) কাযী ‘ইয়ায আশহাব বিন আব্দুল ‘আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা মালেক বিন আনাসের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় ‘আলীর ভক্ত এক লোক তাঁর কাছে এল। তারা তাঁর কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত। সে তাঁকে ‘হে আবূ আব্দুল্লাহ’ বলে ডাক দিল। মালেক তখন

---

৮৮. আল-হিলয়া ৬/৩২৭।

৮৯. যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে যিনি ইমাম মালেকের ছাত্র ছিলেন তিনি হ’লেন আব্দুল্লাহ বিন নাফে‘ বিন ছাবেত বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) এবং মুছ‘আব বিন আব্দুল্লাহ বিন মুছ‘আব।

৯০. আল-হিলয়া ৬/৩২৭।

Contents

তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। কেউ তাকে ডাকলে সে ডাকে সাড়া দিতে তার দিকে মাথা তুলে তাকানোর (চাইতে) বেশী তিনি কিছু করতেন না। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালে ‘আলীভক্ত তাঁকে বলল, আমি চাচ্ছি যে, ক্বিয়ামতের দিন আমি যখন আল্লাহ্‌র নিকট হাযির হব এবং তিনি আমাকে প্রশ্ন করবেন তখন আমি আপনাকে আমার ও আল্লাহ্‌র মাঝে প্রমাণ হিসাবে পেশ করব। আমি আল্লাহকে বলব যে, মালেক এ কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে বল। সে বলল, আল্লাহ্‌র রাসূলের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবূবকর। আলীভক্ত বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর ওমর। আলীভক্ত বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর মাযলূম খলীফা উছমান। তখন ‘আলীভক্ত বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন দিন আর আপনার সাথে বসব না। মালেকও বললেন, সে তোমার ইচ্ছে।[৯১]

তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিষেধ বাণী :

(১) ইবনু আব্দিল বার্র মুছ‘আব বিন আব্দুল্লাহ আয-যুবায়রী[৯২] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম মালেক বলতেন, আমি দ্বীনের মধ্যে তর্ক-দর্শন টেনে আনা অপসন্দ করি। আমাদের শহরের লোকেরাও তা সদাই অপসন্দ করে এবং তা করতে নিষেধ করে। যেমন জাহ্‌মিয়া, ক্বাদারিয়া প্রমুখদের দর্শন ইত্যাদির আলোচনা। যে কথার অধীনে আমল আছে কেবল তেমন কথা বলাই তারা পসন্দ করত। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র দ্বীন বিষয়ে তার্কিক আলোচনায় নীরবতাই আমার কাছে প্রিয়। কেননা আমি আমাদের শহরের অধিবাসীদের দেখেছি, দ্বীন বিষয়ে তর্ক-দর্শনের আলোচনাকে তারা নিষেধ করে। তারা কেবল যে কথার অধীনে আমল আছে তা বলার অনুমতি দেয়।[৯৩]

---

৯১. তারতীবুল মাদারিক ২/৪৪-৪৫।

৯২. তিনি মুছ‘আব বিন আব্দুল্লাহ বিন মুছ‘আব বিন ছাবেত বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) আল-আসাদী আল-মাদানী। পরে বাগদাদের অধিবাসী হন। তাঁর সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেছেন, ‘তিনি সত্যনিষ্ঠ ও বংশধারা বিশারদ ছিলেন। ২৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন (তাক্বরীবুত তাহযীব ২/২৫২; তাহযীবুত তাহযীব ১০/১৬২)।

৯৩. জামেউ‘ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ), পৃঃ ৪১৫ ।

Contents

(২) আবূ নু'আইম আব্দুল্লাহ বিন নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেককে বলতে শুনেছি যে, যদি কোন লোক শিরক বাদে সব রকম কবীরা গুনাহ করে আর যুক্তি-তর্কের কচকচানি ও বিদ'আতের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৪]

(৩) হারবী ইসহাক্ব বিন ঈসা[৯৫] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম মালেক বলেছেন, যুক্তি-তর্ক চর্চার মাধ্যমে যে দ্বীন লাভের চেষ্টা করবে সে নাস্তিক হয়ে যাবে, রসায়ন গবেষণার মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ লাভের চেষ্টা করবে সে দরিদ্র হয়ে পড়বে, আর যে গরীব বা অপ্রচলিত হাদীছের তালাশে মগ্ন হবে সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে।[৯৬]

(৪) খত্বীব বাগদাদী ইসহাক্ব বিন ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি যে, দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা দূষণীয় কাজ। তিনি বলতেন, যখনই আমাদের নিকট কারো তুলনায় অন্য কোন বড় তার্কিক হাযির হয় তখনই তার মনে বাসনা থাকে যে, আমাদেরকে সে জিবরীল কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আনীত দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেবে।[৯৭]

(৫) হারবী আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেকের সাক্ষাতে গেলাম। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করছিল। তার প্রশ্নে তিনি তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি 'আমর বিন উবায়দের শিষ্য। 'আমর বিন উবায়দের উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়ুক। কেননা সেই প্রথম তর্কশাস্ত্রের বিদ'আত আবিষ্কার করেছে। এই তর্কশাস্ত্র যদি কোন বিদ্যাই হ'ত তাহ'লে ছাহাবী ও তাবেঈগণ নিশ্চয়ই তা চর্চা করতেন, যেমন তাঁরা চর্চা করে গেছেন শারঈ বিধি-বিধান।[৯৮]

---

৯৪. আল-হিলয়া ৬/৩২৫।
৯৫. ইনি ইসহাক্ব বিন ঈসা বিন নাজিহ আল-বাগদাদী। তাঁর সম্পর্কে বিন হাজার বলেছেন, 'তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ২১৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন' (তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৬০, তাহযীবুত তাহযীব ১/২৪৫)।
৯৬. যাম্মুল কালাম, পৃঃ ১৭৩।
৯৭. খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫।
৯৮. যাম্মুল কালাম, পৃঃ ১৭৩।

(৬) হারবী আশহাব বিন আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মালেককে বলতে শুনেছি, إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَمَا الْبِدَعُ قَالَ أَهْلُ الْبِدَعِ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلَا يَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ 'তোমরা বিদ'আতীদের থেকে সাবধান থাকবে। বলা হ'ল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! বিদ'আতী কারা? তিনি বললেন, বিদ'আতী তারাই যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কথা, তাঁর বিদ্যা ও তাঁর ক্ষমতা-কুদরত নিয়ে কথা বলে এবং যে বিষয়ে ছাহাবী ও তাদের ন্যায়নিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈগণ চুপ থেকেছেন তারা সে বিষয়ে চুপ থাকে না'।[৯৯]

(৭) আবূ নু'আইম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোন প্রবৃত্তিপূজারী (দার্শনিক) তার কাছে এলে তিনি বলতেন, আমি তো আমার রব ও আমার দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি। এখন তুমি যদি সন্দেহবাদী হও তাহ'লে অন্য কোন সন্দেহবাদীর নিকট গিয়ে তর্ক কর।[১০০]

(৮) ইবনু আব্দিল বার্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন খুওয়াইয মিনদাদ আল-মিছরী আল-মালেকী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার গ্রন্থ 'আল-খিলাফ'-এর 'ইজারা' বা 'ভাড়া' অধ্যায়-এ লিখেছেন, মালেক বলেছেন, কোন প্রবৃত্তিপূজারী বিদ'আতী ও জ্যোতিষীকে বই-পুস্তকাদি ভাড়া দেওয়া জায়েয নয়। তিনি কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমাদের বন্ধুদের মতে প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদ'আতীদের বই-পুস্তকাদি হ'ল মু'তাযিলা প্রমুখ দার্শনিকগোষ্ঠীর বই-পুস্তকাদি। কেউ তা ভাড়া দিলে তা বাতিল গণ্য হবে।[১০১]

এগুলো ইমাম মালেকের দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ক আক্বীদা এবং তাওহীদ, ছাহাবায়ে কেরাম, ঈমান ও তর্কশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর অবস্থান।

---

৯৯. ঐ।
১০০. আল-হিলয়া ৬/৩২৪।
১০১. জামেউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃঃ ৪১৬, ৪১৭।

Contents

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর আক্বীদা

তাওহীদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

(১) বায়হাক্বী রবী‘ বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র অথবা তাঁর গুণবাচক কোন নাম উল্লেখ করে শপথ করবে তারপর সেই শপথ ভঙ্গ করবে, তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করবে-যেমন সে বলবে, ‘কা‘বার শপথ’, ‘আমার পিতার শপথ’ ইত্যাদি ইত্যাদি তাহ’লে ঐ শপথ ভঙ্গের দরুন তাকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। অনুরূপভাবে ‘আমার জীবনের শপথ’ ইত্যাদি বললেও কাফ্‌ফারা আবশ্যিক হবে না। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। একান্তই কাউকে যদি শপথ করতে হয় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।[১০২]

ইমাম শাফেঈ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম সমূহ সৃষ্ট নয়, তাই যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।[১০৩]

(২) ‘ইজতিমা‘উল জুয়ূশ’ গ্রন্থে ইবনুল ক্বাইয়িম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে সুন্নাহ্‌র উপর আমি আছি, যার উপর আমি আমার আহলেহাদীছ সাথী-বন্ধুদের দেখেছি এবং সুফিয়ান, মালেক প্রমুখ

---

১০২. বুখারী হা/২৬৭৯, ‘শপথ ও মানত’ অধ্যায়; মুসলিম হা/১৬৪৬, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘গায়রুল্লাহর নামে শপথ নিষেধ’ অনুচ্ছেদ; মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪০৫।

১০৩. ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ, পৃঃ ১৯৩; আবূ নু‘আইম, আল-হিলয়া ৯/১১২, ১১৩; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/২৮ এবং আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত, পৃঃ ২৫৫, ২৫৬; আল-বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১/১৮৮, আল-উলু, পৃঃ ১২১ ও মুখতাছারুল উলু পৃঃ ৭৭।

যাদেরকে আমি দেখেছি এবং যাদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছি সেই সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের সকলের কথা এই যে, এসব সাক্ষ্যের স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ রয়েছেন আকাশে তাঁর 'আরশের উপর, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেভাবে ইচ্ছা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন।[১০৪]

(৩) যাহাবী মুযানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তাওহীদ সম্পর্কে আমার মনে যে খটকা তৈরি হয়েছে একমাত্র শাফেঈ তা নিরসন করতে পারবেন। এই ভেবে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন মিসরের মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে বললাম, তাওহীদ সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা তৈরি হয়েছে। আমি ভাবলাম, আপনার মত জানা-শোনা লোক দ্বিতীয় নেই। এখন আপনার অভিমত বলুন। তিনি আমার কথায় রেগে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বললেন, তুমি কি জান, কোন জায়গায় বসে তুমি কথা বলছ? এ তো সেই জায়গা যেখানে আল্লাহ তা'আলা ফিরাঊনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তোমার কাছে কি এমন কোন বার্তা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এ বিষয়ে ছাহাবীগণ কি কোন কথা আলোচনা করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আকাশে কত নক্ষত্র আছে জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ঐ তারাগুলোর কোন একটার প্রকৃতি, উদয়-অস্ত এবং কী দিয়ে তৈরী তা জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমার চোখে দেখা একটি সৃষ্টি, তার সম্পর্কেই তুমি জান না, আর কথা বলতে আসছো তার স্রষ্টার জ্ঞান নিয়ে! তারপর তিনি আমাকে ওযূর একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিতে ভুল করলাম। তিনি তার চার রকম শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করলেন। আমি তার কোনটাই ঠিক মত ধরতে পারলাম না। তিনি বললেন, شَيْءٌ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ تَدَعُ عِلْمَـــهُ، وَتَتَكَلَّفُ عِلْمَ الْخَـــالِقِ– 'যে জিনিস তোমার দিনে-রাতে পাঁচবার দরকার

১০৪. ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, পৃঃ ১৬৫; ইছবাতু ছিফাতিল 'উলু, পৃঃ ১২৪; মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১৮১-১৮৩; যাহাবী, আল 'উলু, পৃঃ ১২০; আলবানী, মুখতাছারুল 'উলু পৃঃ ১৭৬।

Contents

হয় তার খবর তোমার নেই, আর তুমি এসেছ কি না স্রষ্টার খবর নিতে'! তোমার মনে যখন এরূপ চিন্তার উদয় হবে তখন তুমি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ফিরে যাবে– وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 'আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু'। 'নিশ্চয়ই (১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, (২) রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে এবং (৩) নৌযানসমূহে যা সাগরে চলাচল করে, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং (৪) বৃষ্টির মধ্যে, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে সকল প্রকার জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান এবং (৫) বায়ু প্রবাহের উত্থান-পতনে এবং (৬) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে অনুগত মেঘমালার মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ মওজূদ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৩, ১৬৪)*। সৃষ্টিকে দিয়ে স্রষ্টার প্রমাণ লাভের চেষ্টা কর। তোমার বোধ-বুদ্ধি যার নাগাল পাবে না তা ধরতে কষ্ট কর না।[১০৫]

(৪) ইবনু আব্দিল বার্র ইউনুস বিন আব্দুল আ'লার[১০৬] বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি শাফেঈকে বলতে শুনেছি, যখন তুমি কোন লোককে কোন কিছুর স্বনামে ব্যতীত ভিন্ন নামে বলতে শুনবে অথবা কোন বস্তুকে ভিন্ন বস্তু আখ্যায়িত করতে শুনবে তখন তাকে যিন্দীক্ব হিসাবে সাক্ষ্য দেবে।[১০৭]

(৫) ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালা' গ্রন্থে বলেছেন, والحمد لله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র,

---

১০৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩১।

১০৬. ইনি ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা বিন মায়সারাহ আছ-ছাদাফী আছ-ছিমরী। ইবনু হাজার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (তাক্বরীবুত তাহযীব ২/৩৮৫)।

১০৭. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৭৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/১৮৭।

যেমনটা তিনি নিজে নিজের (প্রশংসা) করেছেন। তিনি ঐ প্রশংসার ঊর্ধ্বে, যা তাঁর সৃষ্টি তাকে করে’।[১০৮]

(৬) যাহাবী ‘আস-সিয়ার’ গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ-তে আল্লাহ্‌র যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আমরা যথাযথ মানি এবং তাঁর সাথে কোনরূপ উপমা দেওয়া অস্বীকার করি, যেমন তিনি নিজেই নিজের বেলায় তা অস্বীকার করেছেন। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ‘তার তুল্য কেউ নেই’ *(শূরা ২৬/১১)*।[১০৯]

(৭) ইবনু আব্দিল বার্র রবী‘ বিন সুলায়মানের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি শাফেঈকে আল্লাহ্‌র বাণী كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ’তে বঞ্চিত থাকবে) *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৫)* সম্পর্কে বলতে শুনেছি, এতদ্বারা তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, সেখানে একদল লোক থাকবে যাদের থেকে তিনি আড়ালে থাকবেন না। তারা বরং তাকে তাকিয়ে দেখবে, এজন্য তাদের কোন ভীড়-ভাট্টা ঠেলতে হবে না।[১১০]

(৮) লালকাঈ রবী‘ বিন সুলায়মানের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈর মজলিসে হাযির ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে ছাঈদ (মিসরের উচ্চভূমি) থেকে একটি পত্র আসে। তাতে লেখা ছিল, আপনি আল্লাহ্‌র বাণী-كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ’তে বঞ্চিত থাকবে) সম্পর্কে কী বলেন? শাফেঈ বললেন, এই লোকগুলো যখন তাঁর নারাযী অবস্থায় তাঁকে দেখা থেকে বঞ্চিত হবে তখন যাদের প্রতি তিনি রাযী-খুশি থাকবেন তারা যে তাঁকে দেখতে পাবে তার প্রমাণ এ আয়াত নিজেই। রবী‘ বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনি নিজেও কি এ কথা বলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহকে এভাবেই বিশ্বাস করি।[১১১]

---

১০৮. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৭-৮।
১০৯. সিয়ার ২০/৩৪১।
১১০. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৭৯।
১১১. শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ ২/৫০৬।

(৯) ইবনু আব্দিল বার্র আল-জারূদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম শাফেঈর সামনে ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন 'উলাইয়ার (মৃ. ২১৮ হি.) কথা উত্থাপিত হ'লে তিনি বলেন, আমি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার বিপরীত, এমনকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ও সে যেভাবে বলে আমি সেভাবে বলি না। আমি বলি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি মূসার সঙ্গে পর্দার পিছন থেকে কথা বলেছেন। কিন্তু সে বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি কালাম বা কথা সৃষ্টি করে তা মূসাকে পর্দার পিছন থেকে শুনিয়ে দিয়েছেন।[১১২]

(১০) লালকাঈ রবী' বিন সুলায়মানের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম শাফেঈ বলেছেন, مَنْ قَالَ اَلْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ 'যে বলবে যে, কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট সে কাফের'।[১১৩]

(১১) বায়হাক্বী আবূ মুহাম্মাদ আয-যুবায়রী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক লোক ইমাম শাফেঈকে বলল, আপনি আমাকে কুরআন সম্পর্কে বলুন- উহা কি সৃষ্টিকর্তা? শাফেঈ বললেন, আয় আল্লাহ! না। সে বলল, তাহ'লে কি সৃষ্ট? শাফেঈ বললেন, আয় আল্লাহ! না। সে বলল, তাহ'লে কি অসৃষ্ট? শাফেঈ বললেন, আয় আল্লাহ! হ্যাঁ। সে বলল, তা অসৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ কী? এবার শাফেঈ তাঁর মাথা তুলে বললেন, তুমি কি স্বীকার কর যে কুরআন আল্লাহ্র কালাম? সে বলল, হ্যাঁ। শাফেঈ বললেন, তোমার এ কথাতে তুমি কিন্তু পরাস্ত হ'লে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَإِنْ– أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ 'আর যদি মুশরিকদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহ'লে আশ্রয় দাও। যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়' *(তওবা ৯/৬)*। وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন'

---

১১২. আল-ইনতিকা, পৃঃ ৭৯। ঘটনাটি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী 'বায়হাক্বী' রচিত 'মানাক্বিবুশ শাফেঈ' গ্রন্থ থেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবনী দেখতে অধ্যয়ন করুন : লিসানুল মীযান ১/৩৫।

১১৩. শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/২৫২।

Contents

(নিসা ৪/১৬৪)। অতঃপর শাফেঈ বললেন, তাহ'লে তুমি স্বীকার করছ যে, আল্লাহ ছিলেন এবং তাঁর কথা ছিল, অথবা আল্লাহ ছিলেন কিন্তু তার কথা ছিল না। তখন লোকটি বলল, বরং আল্লাহ ছিলেন এবং তাঁর কালাম ছিল। এবার শাফেঈ মুচকি হাঁসি হেঁসে দিয়ে বললেন, হে কূফাবাসীরা! তোমরা এক অদ্ভুত কথা নিয়ে আমার কাছে হাযির হয়েছ! যেখানে তোমরাই স্বীকার করছ যে, সেই অনাদি থেকে আল্লাহ ও তাঁর কালাম রয়েছে তখন তোমাদের এসব প্রশ্ন আসে কোত্থেকে যে, কালাম কি নিজেই আল্লাহ? অথবা আল্লাহ থেকে পৃথক? অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে? অথবা আল্লাহ থেকে নীচে? (ইত্যাদি, ইত্যাদি)। তখন লোকটি লা-জওয়াব হয়ে বেরিয়ে গেল।[১১৪]

(১২) আবূ ত্বালিব আল-'ঈশারী কর্তৃক উদ্ধৃত এবং শাফেঈর প্রতি সম্পর্কিত আল-ই'তিকাদ পুস্তিকায় বর্ণিত আছে যে, তাঁকে (শাফেঈকে) আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তৎসম্পর্কে কেমন ঈমান রাখতে হবে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলার অনেক নাম ও গুণ আছে। তাঁর কিতাবে যেমন এ সকলের বর্ণনা আছে, তেমনি তাঁর নবী (ছাঃ) এ সম্পর্কে নিজ উম্মতকে জানিয়েছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহূ'র সৃষ্টির মধ্যে যার কাছেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ নাম ও গুণের উল্লেখ করে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে এমন একজনেরও তার বিরোধিতা করার সুযোগ নেই। যদি প্রমাণ মেলার পরও কেউ বিরোধিতা করে তবে সে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসী কাফের বলে গণ্য হবে। অবশ্য কুরআন হাদীছের আলোকে তার নিকট বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার আগে যদি সে অস্বীকার করে তবে সে অজ্ঞতাজনিত অক্ষম বলে গণ্য হবে। কেননা এসব বিষয় বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-তর্ক বা অনুরূপ কিছু দ্বারা নির্ণয়যোগ্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্‌র উক্তি- তিনি সামী' বা সর্বশ্রোতা। তাঁর দু'টি হাত আছে। আল্লাহ বলেছেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 'বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত' *(মায়েদা ৫/৬৪)*।

---

১১৪. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪০৭, ৪০৮।

তাঁর রয়েছে ডান হাত। যার প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ 'আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়' *(যুমার ৩৯/৬৭)*।

তাঁর চেহারা বা মুখমণ্ডল আছে। যার প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। অন্য আয়াতে আছে وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মহা প্রতাপান্বিত, মহান মর্যাদাশীল' *(রহমান ৫৫/২৭)*।

তাঁর পা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فِيهَا 'শেষ পর্যন্ত মহান প্রভু তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে রাখবেন'।[১১৫]

তিনি হাঁসেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে নিহত হয় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ 'সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার দিকে চেয়ে হাঁসবেন'।[১১৬] তিনি প্রতি রাতে নিকট আসমানে নেমে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদত্ত খবর থেকে তা জানা যায়। তিনি কানা নন। দাজ্জালের আলোচনায় নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ 'সে হবে কানা। অথচ তোমাদের প্রভু কানা নন'।[১১৭]

মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবেন, যেমন তারা পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখে থাকেন।

---

১১৫. বুখারী হা/৪৮৪৮, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি?' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৮৪৮, 'জান্নাত ও তার গুণাবলী এবং অধিবাসী' অধ্যায়। উভয়েই ক্বাতাদার বরাতে আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১৬. বুখারী হা/২৮২৬, 'জিহাদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৮৯০, 'ইমারত' অধ্যায়। উভয়েই আ'রাজের বরাতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন।

১১৭. বুখারী হা/৭১৩১, 'ফিৎনা' অধ্যায়, 'দাজ্জালের আলোচনা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৯৩৩, 'ফিৎনা এবং ক্বিয়ামতের 'আলামত' অধ্যায়, 'দাজ্জালের আলোচনা ও তার আকৃতি-প্রকৃতি' অনুচ্ছেদ'। উভয়েই ক্বাতাদার বরাতে আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর আঙ্গুল আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ– ‘এমন কোন অন্তর নেই যা দয়াময় রহমানের আঙ্গুলগুলো থেকে দুই আঙ্গুলের মাঝে নেই’।[১১৮]

এতদসকল গুণ যা আল্লাহ নিজে তাঁর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল তাঁকে যাতে ভূষিত করেছেন সেসব গুণের তাৎপর্য চিন্তা-ফিকির করে জানা সম্ভব নয়। এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কাউকে কাফের বলা যাবে না। কেবল এ সম্পর্কিত বার্তা তার কাছে পৌঁছার পর যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে কাফের বলা যাবে। যদি এ বিষয়ে বর্ণিত কোন হাদীছ শোনার পর তার এমন কোন বোধ জন্মে যেমনটা কোন ঘটনা শুনে একেবারে চোখে দেখার মত মনে হয়, তাহ'লে ঐ শ্রোতার জন্য উক্ত হাদীছের সত্যতায় বিশ্বাস করা এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব হয়ে দাঁড়াবে। যেমনটা তার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সরাসরি দেখে ও শুনে বিশ্বাস জন্মাত। আমরা কিন্তু এসব গুণ একটুও হেরফের না করে যথাযথ রেখে দেই এবং উপমা-উদাহরণ টানাকে না করে দেই, যেমন আল্লাহ নিজেই নিজের থেকে তা না করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(আশ-শূরা ৪২/১১)*।[১১৯]

---

১১৮. মুসনাদে আহমাদ সমার্থক শব্দে ৪/১৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৯৯; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/৫২৫; আল-আজুর্রী, আশ-শারী‘আহ, পৃঃ ৩১৭; ইবনু মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহ্‌মিয়া, পৃঃ ৮৭। তাঁরা সবাই নাওয়াস বিন সাম‘আন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ‘হাদীছটি মুসলিমের শর্তে ছহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম তা সংকলন করেননি’। ‘আত-তালখীছ’ গ্রন্থে যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। ইবনু মান্দাহ বলেছেন, حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم ‘নাওয়াস বিন সাম‘আন (রাঃ)-এর হাদীছটি একটি প্রমাণিত হাদীছ। এমন সব প্রসিদ্ধ ইমাম তা বর্ণনা করেছেন যে তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা সম্ভব নয়। (আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে হা/৫৭৪৭-অনুবাদক)।

১১৯. আমি হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির ফটোকপি থেকে এই আল-ই‘তিকাদ লিপিবদ্ধ করেছি।-লেখক।

তাক্বদীর প্রসংগে ইমাম শাফেঈ :

(১) বায়হাক্বী রবী‘ বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইমাম শাফেঈকে তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কবিতা আকারে বলেন,

مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ ... وَمَا شِئْتَ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ
خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ ... فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ
عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ ... وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ ... وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ

‘তুমি (আল্লাহ) যা চাও তা হয়, যদিও আমি তা না চাই। আর আমি যা চাই তুমি না চাইলে তা হয় না। তোমার জানা অনুযায়ী তুমি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছ। সেই জানামতে তরুণ বৃদ্ধ সবাই চলে। ওকে তুমি অনুগ্রহ করেছ তো একে করেছ অপদস্থ। একে করেছ সাহায্য তো ওকে করেছ বঞ্চিত। ফলে তাদের কেউ হতভাগা, কেউ ভাগ্যবান। কেউবা আবার কুৎসিত, কেউ সুন্দর’।[১২০]

(২) ‘মানাকিবুশ শাফেঈ’ গ্রন্থে বায়হাক্বী উল্লেখ করেছেন যে, শাফেঈ বলেছেন, বান্দাগণের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত। তারা ইচ্ছা করে না কিন্তু রব্বুল ‘আলামীন ইচ্ছা করেন। কেননা মানুষ নিজেরা নিজেদের আমল সৃষ্টি করেনি। বরং আমল আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি। বান্দার কাজ এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ জাল্লা শানুহূর পক্ষ থেকে হয়। আর কবরের আযাব সত্য, কবরবাসীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সত্য, পুনরুত্থান সত্য, হিসাব গ্রহণ সত্য, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য, ইত্যাদি আরো যা যা হাদীছে এসেছে সব সত্য।[১২১]

(৩) লালকাঈ ‘মুযানী’র বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শাফেঈ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি জান ক্বাদারী বা অদৃষ্টবাদী

---

১২০. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪১২, ৪১৩; শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ ২/৭০২।
১২১. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪১৫।

Contents

কে? সে ঐ লোক, যে বলে, নিশ্চয়ই বস্তুর বাস্তবে রূপ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন বলে বলা যাবে না।[১২২]

(৪) বায়হাক্বী 'শাফেঈ' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শাফেঈ বলেছেন, ক্বাদারিয়া তারাই যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هُمْ مَجُـــوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক'।[১২৩] যারা বলে পাপ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা জানেন না।[১২৪]

(৫) বায়হাক্বী রবী' বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি বলেন, ইমাম শাফেঈ ক্বাদারীদের পেছনে ছালাত আদায় মাকরূহ গণ্য করতেন'।[১২৫]

ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ :

(১) ইবনু আব্দিল বার রবী' বিন সুলায়মানের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, الايمان قول وعمل واعتقـــاد بالقلـــب 'ঈমান কথা, কাজ (আমল) ও অন্তরের বিশ্বাসের নাম'। তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ বলেছেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُـــضِيعَ إِيمَـــانَكُمْ 'আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পানে মুখ করে আদায়কৃত তোমাদের ছালাতকে। এখানে তিনি ছালাতকে ঈমান নামে আখ্যায়িত করেছেন, যাতে বুঝা যায় ঈমান কথা, কাজ (আমল) ও অন্তরের বিশ্বাসের নাম।[১২৬]

---

১২২. শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ২/৭০১।
১২৩. আবূদাঊদ হা/৪৬৯১, 'আস-সুন্নাহ' অধ্যায়, 'তাক্বদীর প্রসঙ্গ' অনুচ্ছেদ; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/৮৫, উভয়েই আবূ হাযেম-এর মাধ্যমে ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন, এই হাদীছটি বুখারী মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ- যদি কিনা ইবনু উমর (রাঃ) থেকে আবূ হাযেমের শোনা ছহীহভাবে প্রমাণিত হয়। তারা অবশ্য এটি সংকলন করেননি। যাহাবী তার কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। (আলবানী হাসান বলেছেন, ছহীহুল জামে হা/৪৪৪২-অনুবাদক)।
১২৪. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪১৩।
১২৫. ঐ, ১/৪১৩।
১২৬. আল-ইনতিকা', পৃঃ ৮১।

(২) ইবনু আব্দিল বার্র রবী' বিন সুলায়মানের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমি শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, الايمان قول وعمل يزيد وينقص 'ঈমান কথা ও কাজ (আমল)-কে বলে এবং তা বাড়ে ও কমে'।[১২৭]

(৩) বায়হাক্বী আবূ মুহাম্মাদ আয-যুবায়রী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক লোক ইমাম শাফেঈকে বলল, আল্লাহ্র নিকট কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, যা না হ'লে কোন আমল কবুল হয় না। সে বলল, তা কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান- যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এটাই সবচেয়ে উঁচু স্তরের, সবচেয়ে মর্যাদাকর ও সবচেয়ে উজ্জ্বল আমল। সে বলল, ঈমান কি কথা ও কাজ (আমল)-এর সমষ্টি, নাকি আমল ছাড়া শুধু কথা- এ সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু বলবেন না? শাফেঈ বললেন, ঈমান হ'ল আল্লাহ্র জন্য আমল। মুখের কথা বা স্বীকৃতি ঐ আমলের অংশ। লোকটি বলল, বিষয়টি আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন। শাফেঈ বললেন, ঈমানের অবশ্যই কিছু অবস্থা, কিছু স্তর ও কিছু পর্যায় রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল পূর্ণ ঈমান- যা পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছেছে, অন্য একটি স্তর এতটাই অপূর্ণ যে তা খুবই স্পষ্ট, আরেকটি স্তর এদিক-ওদিক ঝুঁকে থাকা ঈমান- যার ঝোঁক বাড়তে থাকে। লোকটি বলল, তাহ'লে ঈমান বাড়ে-কমে, সর্বদা পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে না।

শাফেঈ বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তার প্রমাণ কী? শাফেঈ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম সন্তানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ঈমান ফরয করেছেন। অঙ্গগুলোর মধ্যে তিনি ঈমানকে ভাগ করেছেন এবং অঙ্গগুলোর উপর তাকে বিন্যাস করেছেন। ফলে তার কোন অঙ্গের উপর আল্লাহ ঈমানের যে অংশ ফরয করেছেন অন্য অঙ্গের সাথে তার কোন সাথ নেই। নীচে তার কিছু এক এক করে তুলে ধরা হ'ল।

১. ক্বলব : যা দ্বারা সে অনুধাবন করে, বোঝে ও ভাবে। ক্বলবই দেহের আমীর বা নেতা। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার রায় ও হুকুমে ওঠা-বসা করে। **২. দু'টি চোখ :** যা দ্বারা সে দেখে। **৩. দু'টি কান :** যা দ্বারা সে শোনে। **৪. দু'টি হাত** : যা দ্বারা সে ধরে। **৫. দু'টি পা** : যা দ্বারা সে হাঁটে। **৬. একটি**

---

১২৭. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৩৮৭।

জননেন্দ্রিয় : যা দ্বারা সে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করে। **৭. একটি জিহ্বা** : যা দ্বারা সে কথা বলে। **৮. একটি মাথা :** যাতে রয়েছে তার মুখমণ্ডল।

এখানে দেখ! ক্বলবের উপর যা ফরয করা হয়েছে জিহ্বার উপর তা করা হয়নি। কানের উপর যা ফরয করা হয়েছে দু'চোখের উপর তা করা হয়নি। দু'হাতের উপর যা ফরয করা হয়েছে পায়ের উপর তা করা হয়নি। আবার জননেন্দ্রিয়ের উপর যা ফরয করা হয়েছে মুখমণ্ডলের উপর তা করা হয়নি।

ক্বলবের উপর আল্লাহ তা'আলা ঈমানের যা ফরয করেছেন তা হ'ল- এই মর্মে স্বীকার করা, জানা, দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, সন্তুষ্ট থাকা ও আত্মসমর্পণ করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি স্ত্রী পরিগ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর দাস ও রাসূল। সে সঙ্গে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রাসূল কিংবা আসমানী কিতাব যাই আসুক তা স্বীকার করে নেওয়া। এই হ'ল তা, যা আল্লাহ ক্বলবের উপর ফরয করেছেন। এগুলোই ক্বলবের আমল।

আল্লাহ বলেন, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا 'যার উপরে (কুফ্রীর জন্য) যবরদস্তী করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফ্রী করে এবং কুফ্রীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়' *(নাহল ১৬/১০৬)*। أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয় *(রা'দ ১৩/২৮)*।

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ 'যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি' *(মায়েদাহ ৫/৪১)*। وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ 'আর তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। এই হ'ল তা, যা ঈমান থেকে ক্বলবের উপর আল্লাহ ফরয করেছেন। এটাই ক্বলবের আমল। আর এটাই ঈমানের শিরোমণি।

Contents

আর অন্তরে যে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে জমে আছে এবং অন্তর যা স্বীকার করে তা মুখে বলা ও অন্তরের ভাষ্য হিসাবে যাহির করা জিহ্বার উপর আল্লাহ ফরয করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّـــهِ 'তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬)* তিনি আরো বলেছেন, وَقُولُوا لِلنَّـــاسِ حُـــسْنًا 'তোমরা মানুষদেরকে সুন্দর কথা বলবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)* এটাই তা, যা অন্তরের ভাষ্য হিসাবে মুখে বলা জিহ্বার উপর আল্লাহ ফরয করেছেন। এটাই তার আমল/কাজ। আর এটাই ঈমানের থেকে তার উপর ধার্যকৃত অংশ।

আল্লাহ যা শোনা হারাম ও নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা কানের উপর ফরয। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ 'আর তিনি কুরআনের মধ্যে তোমাদের উপর এই আদেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে' *(নিসা ৪/১৪০)*।

তারপর ভুল-বিস্মৃতিকে তিনি বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেছেন, وَإِمَّا يُنْـــسِيَنَّكَ الـــشَّيْطَانُ 'আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়' *(আন'আম ৬/১৪০)*। তিনি আরো বলেছেন, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 'তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম ৬/৬৮)*।

তিনি আরো বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন

Contents

এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ– 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তন্মাত। যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নির্লিপ্ত। যারা যাকাত প্রদানে সচেষ্ট' *(মু'মিনূন ২৩/১-৪)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 'তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا 'এবং তারা যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*।

এই হ'ল তা, যা শোনা অবৈধ হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কানের উপর ফরয করেছেন। এটাই তার কাজ। আর এটাই ঈমানের থেকে তার উপর ধার্যকৃত অংশ।

দু'চোখের উপর ফরয হ'ল আল্লাহ যা দেখা হারাম করেছেন তা না দেখা। তার নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখা। এ বিষয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। অর্থাৎ মুমিনদের কেউ যেন তার ভাইয়ের লজ্জাস্থান দেখা থেকে বিরত থাকে এবং নিজের লজ্জাস্থানকেও যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকার মত পরিস্থিতির উদ্রেক করা থেকে বিরত রাখে। ইমাম শাফেঈ বলেন, লজ্জাস্থান হেফাযতের প্রসঙ্গ কুরআনে যতবার উল্লিখিত হয়েছে সর্বত্রই তাতে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা বুঝান হয়েছে, কেবল এ আয়াত বাদে, এখানে তার অর্থ নযর বা দেখা। সুতরাং দৃষ্টি অবনমিত রাখাকে আল্লাহ তা'আলা দু'চোখের উপর ফরয করেছেন। এটাই তার আমল এবং তা ঈমানের অংশ।

তারপর তিনি ক্বলব, কান ও চোখের উপর যা ফরয করেছেন একটি মাত্র আয়াতে তা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেন, وَلَا تَقْفُ

Contents

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ‘যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড় না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

আর লজ্জাস্থানের উপর ফরয করেছেন- আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা দ্বারা তাকে বেইযযতি না করতে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‘যারা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সংযত’ *(মুমিনূন ২৩/৫)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ‘তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেনা ভেবেই তোমরা তাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে না’ *(ফুছ্ছিলাত ৪১/২২)*। এখানে ‘জুলূদ’ বা চামড়া দ্বারা জননাঙ্গ ও উরুদেশকে বুঝানো হয়েছে।

এভাবে লজ্জাস্থানের জন্য যা করা অবৈধ তা থেকে তাকে হেফাযত করা আল্লাহ তা‘আলা লজ্জাস্থানের উপর ফরয করেছেন। এটাই তার কাজ।

তিনি দু’হাতের উপর ফরয করেছেন-বান্দা যেন তাদের দিয়ে আল্লাহ্র হারাম করা কোন কিছু না ধরে, বরং আল্লাহ যা হুকুম করেছেন কেবল তাই ধরে। যেমন- দান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা, ছালাতের জন্য অযূ করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে বে-ওযূ থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর’ *(মায়েদা ৫/৬)*। এভাবে শেষ আয়াত পর্যন্ত অধ্যয়ন করে নিন।

তিনি আরও বলেন, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ‘অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান জায়েয, যতক্ষণ

Contents

না যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। অবশেষে যখন তাদেরকে পুরাপুরি পরাজিত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, নয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*। এভাবে অস্ত্রাঘাত, যুদ্ধ, আত্মীয়তা ও দান হাতের কাজ।

তিনি দু'পায়ের উপর ফরয করেছেন- বান্দা যেন তাদের দিয়ে আল্লাহ্র হারাম করা কোন কিছুর পানে না যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا 'আর তুমি যমীনের উপর দম্ভভরে চলাফেরা কর না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং লম্বায়ও কখনো পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না' *(ইসরা ১৭/৩৭)*

তিনি মুখমণ্ডলের উপর ফরয করেছেন- দিবসে-রাতে ও ছালাতের সময়ে আল্লাহ্র ওয়াস্তে সিজদায় পড়ে থাকা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর ও তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। আর তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(হজ্জ ২২/৭৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান কর না' *(জিন ৭২/১৮)*। এখানে 'আল-মাসাজিদু' দ্বারা আদম সন্তান কপাল প্রভৃতি যেসব অঙ্গ দ্বারা সিজদা করে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ বলেন এই হ'ল তা, যা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ফরয করেছেন।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে পবিত্রতা ও ছালাতকে ঈমান নামে আখ্যায়িত করেছেন। এটা তখনকার কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা ছালাতে তাঁর নবীর চেহারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে কা'বার দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছিলেন। এদিকে মুসলিমরা ষোল মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছিল। তাই

তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছি সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন? ঐ ছালাতেরই বা কি হবে, আর আমাদেরই বা কি হবে? তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَـرَءُوفٌ رَحِـيمٌ 'আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের (বিগত কিবলার) ছালাতকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। এখানে তিনি ছালাতকে ঈমান নামাঙ্কিত করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহ্র সাক্ষাতে হাযির হবে নিজ ছালাত ও স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতকারী হিসাবে এবং আল্লাহ তা‘আলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের উপর যা কিছু আদেশ ও ফরয করেছেন প্রতিটি অঙ্গ দ্বারা তা সম্পাদনকারী হিসাবে- সে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে জান্নাতবাসী হিসাবে তাঁর সাক্ষাতে হাযির হবে। আর যে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেন্দ্রিক আল্লাহ্র কোন আদেশ ইচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন করবে সে অপূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহ্র সাক্ষাতে হাযির হবে।

সেই প্রশ্নকারী লোকটি বলল, ঈমানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা তো বুঝলাম। কিন্তু ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি এল কোত্থেকে?

ইমাম শাফেঈ বললেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেছেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ- 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ আছে, এটা তাদের নাপাকীর সাথে আরও নাপাকী বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(তওবা ৯/১২৪-১২৫)*।

অন্য আয়াতে এসেছে, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُـــدًى 'তারা ছিল কয়েকজন যুবক। যারা তাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকার শক্তি) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম' *(কাহফ ১৮/১৩)*।

Contents

ইমাম শাফেঈ বলেন, ঈমান যদি সবই এক মাপের হ'ত- তাতে কম-বেশী না হ'ত তাহ'লে তাতে কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকত না, বরং সব মানুষই সমান হ'ত এবং কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান বাতিল গণ্য হ'ত। কিন্তু তা তো হবার নয়। কেননা (এ তো কুরআন-হাদীছেরই কথা যে,) ঈমানের পূর্ণতার বুনিয়াদে মুমিনরা জান্নাতে দাখিল হবে এবং ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি সাধনের বুনিয়াদে মুমিনরা আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাতে বিভিন্ন স্তর লাভ করবে। আর ঈমানের মধ্যে ঘাটতির কারণে অবহেলাকারী কাফেররা জাহান্নামে যাবে।

ইমাম শাফেঈ আরও বলেছেন, ঘোড়দৌঁড়ের দিন যেমন ঘোড়ায় ঘোড়ায় প্রতিযোগিতা হয় তেমনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে নেককাজে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত স্থান মাফিক তাদের অবস্থান নির্ণিত হবে। দৌঁড়ে যে যেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছবে সে সেই স্তরের প্রতিদান পাবে। তার পাওনা অধিকার মোটেও ক্ষুণ্ণ করা হবে না। আর দৌঁড়ে পিছনে পড়া জনকে আগের জনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না, অনুরূপভাবে কোন ফযীলতপ্রাপ্ত বা মাহাত্ম্যপ্রাপ্ত লোকের উপর তার থেকে নিম্ন স্তরের লোককে বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। এভাবেই এ উম্মতের আগের পর্যায়ের লোকেরা শেষ পর্যায়ের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। ঈমানের পথে যে অগ্রগামী হ'ল তার যদি এ পথে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব না-ই থাকে তাহ'লে তো উম্মতের আগের জন ও শেষের জন একাকার হয়ে যাবে।[১২৮]

ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) :

(১) বায়হাক্বী শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের প্রশংসা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যবানীতে তাঁদের এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কথা বলেছেন যা তাঁদের পরবর্তীকালে আর কারও নছীবে জুটবে না। অনন্তর আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করেছেন এবং ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার জন্য তাঁদের মুবারকবাদ জানিয়েছেন। তাঁরাই তো আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ বা আদর্শ

---

১২৮. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৩৮৭-৩৯০।

Contents

পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর উপর অহী নাযিলের অবস্থায় তাঁরা তাঁকে দেখেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী দ্বারা কোনটা সাধারণ, কোনটা খাছ, কোনটা 'আয্ম (আবশ্যিক/আদেশ), কোনটা ইরশাদ (উপদেশ) ইত্যাদি বুঝিয়েছেন তা তাঁরা ভাল মত জেনেছেন। তাঁরা তাঁর সুন্নাহ জেনেছেন-চিনেছেন, কিন্তু আমরা তা জানার সুযোগ পেয়েও অজ্ঞ থেকে গেছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইজতিহাদ-গবেষণা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, বুদ্ধি-বিবেক, বিষয়-বুদ্ধি যা দিয়ে বিদ্যা-উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত হয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের ঊর্ধ্বে। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত আমাদের জন্য আমাদের মতামত থেকে অনেক শ্রেয় ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।[১২৯]

(২) বায়হাক্বী রবী' বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে ছাহাবীদের মধ্যে কে কার আগে সে সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা হ'লেন আবূবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)।[১৩০]

(৩) বায়হাক্বী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হ'লেন আবূবকর, তারপর উমর, তারপর উছমান এবং তারপর আলী (রাঃ)।[১৩১]

(৪) হারবী ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া আল-বুওয়ায়ত্বী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে বললাম, আমি কি কোন রাফেযীর পিছনে ছালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি না কোন রাফেযীর পিছনে ছালাত আদায় করবে, না কোন ক্বাদারীর পিছনে, না কোন মুরজীর পিছনে। আমি বললাম, আমাদের নিকট তাদের পরিচয় তুলে ধরুন। তিনি বললেন, যে বলে, ঈমান শুধু মুখের কথা সে মুরজী। আর যে বলে, নিশ্চয়ই আবূবকর ও উমর ইমাম বা খলীফা নন সে রাফেযী। আর যে ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিজের সাথে যুক্ত করে সে ক্বাদারী।[১৩২]

---

১২৯. মানাকিবুশ শাফেঈ ১/৪৪২।
১৩০. ঐ ১/৪৩২।
১৩১. ঐ ১/৪৩৩।
১৩২. যাম্মুল কালাম, পৃঃ ২১৫; যাহাবী এটা বর্ণনা করেছেন, সিয়ার ১০/৩১।

Contents

তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিষেধ বাণী :

(১) হারবী রবী‘ বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, যদি কোন লোক বিদ্যা সংক্রান্ত তার বই-পুস্তক অন্য কারও জন্য অছিয়ত করে আর তার বই-পুস্তকের মধ্যে তর্কশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদি থাকে তবে সেগুলো অছিয়তভুক্ত হবে না। কেননা তর্কশাস্ত্র কোন বিদ্যা নয়।[১৩৩]

(২) হারাবী হাসান যা‘ফারানী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, আমি মাত্র একবার ছাড়া কারও সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হইনি। আর সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।[১৩৪]

(৩) হারাবী রবী‘ বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, শাফেঈ বলেছেন, আমি যদি বিরোধী পক্ষের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটি করে বড় বই লিখে ফেলব বলে ইচ্ছে করতাম তবে আমি তা পারতাম। কিন্তু তর্ক করা আমার কাজ নয়। আমার নামের সাথে তার কিছুমাত্র যুক্ত হওয়া আমি পসন্দ করি না।[১৩৫]

(৪) ইবনু বাত্ত্বা আবূ ছাওর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, শাফেঈ আমাকে বলেছিলেন, তর্কশাস্ত্রের চাদর গায়ে চড়ান কোন মানুষকে আমি সফল হ’তে দেখিনি।[১৩৬]

(৫) হারাবী ইউনুস আল-মিছরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, শাফেঈ বলেছেন, শিরক ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ যে কোন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক বান্দার পরীক্ষায় পতিত হওয়া তার জন্য তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় পতিত হওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল।

এই হ’ল দ্বীনের মূলনীতিমালা সংক্রান্ত ইমাম শাফেঈর বক্তব্য, আর তর্কশাস্ত্র প্রসঙ্গে এটাই তার অবস্থান।

---

১৩৩. ঐ, পৃঃ ২১৩; যাহাবী এটা বর্ণনা করেছেন, সিয়ার ১০/৩০।
১৩৪. ঐ, পৃঃ ২১৩; যাহাবী, সিয়ার ১০/৩০।
১৩৫. ঐ, পৃঃ ২১৫।
১৩৬. আল-ইবানাতুল কুবরা, পৃঃ ৫৩৫, ৫৩৬।

পঞ্চম অধ্যায়

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর আক্বীদা

তাওহীদ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহঃ) :

(১) 'ত্বাবাকাতুল হানাবিলা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। উত্তরে তিনি বললেন, মাখলূক্ব বা সৃষ্টি থেকে আশাহত হয়ে তার প্রতি নির্লিপ্ত থাকাই তাওয়াক্কুল।[১৩৭]

(২) হাম্বল[১৩৮] রচিত 'কিতাবুল মিহনাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই কথা বলনেওয়ালা, কুরআন আল্লাহ্র বাণী। কোনক্রমেই এটা সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজের বর্ণনা নিজে যা দিয়েছেন তার থেকে বাড়িয়ে চড়িয়ে তার গুণ বর্ণনা কিছুমাত্র করা যাবে না।[১৩৯]

(৩) ইবনু আবী ইয়া'লা আবূবকর আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে আল্লাহ্র গুণাবলী, আল্লাহকে পরকালে দেখা, মে'রাজ ও আরশের ঘটনা সংক্রান্ত যেসব হাদীছ জাহ্মিয়ারা প্রত্যাখ্যান করে সেসব হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঐ সব হাদীছ ছহীহ। উম্মাহর সকলে তা গ্রহণ করেছে এবং ঐ সব হাদীছ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই ও সে অর্থেই চলবে।[১৪০]

(৪) 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেছেন যে, ইমাম আহমাদ বলেন, যে দাবী করে যে, আল্লাহ কথা বলেন না সে কাফের। এতদসংক্রান্ত হাদীছগুলোকে আমরা ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করি (এবং আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করি) যেভাবে তা নবী করীম (ছাঃ) থেকে এসেছে।[১৪১]

---

১৩৭. ত্বাবাকাতুল হানাবিলা ১/৪১৬।

১৩৮. ইনি হাম্বল বিন ইসহাক্ব বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ আবূ 'আলী আশ-শায়বানী। ইনি আহমাদ বিন হাম্বলের চাচাত ভাই। তাঁর সম্পর্কে খত্বীব বাগদাদী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। ২৭৩ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন (তারীখু বাগদাদ ৮/২৮৬-২৮৭; ত্বাবাকাতুল হানাবিলা ১/১৪৩)।

১৩৯. কিতাবুল মিহনাহ, পৃঃ ৬৮।

১৪০. ত্বাবাকাতুল হানাবিলা ১/৫৬।

১৪১. আস-সুন্নাহ (প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া), পৃঃ ৭১।

Contents

(৫) লালকাঈ হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম আহমাদের নিকট আল্লাহকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এতদসংক্রান্ত হাদীছগুলো ছহীহ। আমরা আল্লাহকে দেখার বিষয়ে বিশ্বাসী। আর নবী করীম (ছাঃ) থেকে উত্তম বা ছহীহ সনদরাজি যোগে যা কিছুই বর্ণিত হয়েছে আমরা তার সবই (আক্ষরিক অর্থে) বিশ্বাস ও স্বীকার করি।[১৪২]

(৬) 'আল-মানাকিব' গ্রন্থে ইবনুল জাওযী মুসাদ্দাদের[১৪৩] নিকট লিখিত ইমাম আহমাদের একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে, আল্লাহ নিজেকে যে গুণ দ্বারা ভূষিত করেছেন তোমরা তাকে সেই গুণেই উল্লেখ কর এবং তিনি যেসব বিষয় নিজের সম্পর্কে না করে দিয়েছেন, তোমরা তা তার থেকে না করে দিও...।[১৪৪]

(৭) ইমাম আহমাদ রচিত 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্মিয়া' বা 'জাহ্মিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' গ্রন্থে আছে যে, জাহ্ম বিন ছাফওয়ান দাবী করে- আল্লাহ তা'আলা তার গ্রন্থে যেসব গুণে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন কিংবা তাঁর রাসূল থেকে তা বর্ণিত হয়েছে সেসব গুণকে যে তাদের আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবে সে কাফের এবং মুশাব্বিহা বা তুলনাকারী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যাবে।[১৪৫]

(৮) 'আদ-দার' গ্রন্থে ইমাম ইবনু তায়মিয়া ইমাম আহমাদের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ 'আরশের উপর যেভাবে যেমন করে ইচ্ছা বিদ্যমান আছেন- কোন সীমা ও বিশেষণ ছাড়াই। কোন বর্ণনাকারী এই বিদ্যমানতার ধরন বলতে পারে না এবং তাঁর সীমাও কেউ নির্ণয় করতে পারে না। আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি তাঁর অধিকারী। তিনি নিজের গুণাবলীর যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি ঠিক তদ্রূপ। দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না।[১৪৬]

---

১৪২. শারহু ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ২/৫০৭।
১৪৩. মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ বিন মুসারবাল আল-আসাদী আল-বাছরী। যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি ইমাম, হাফেয ও হুজ্জাত। ২২৮ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন' (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৫৯১; তাহযীবুত তাহযীব ১০/১০৭)।
১৪৪. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২২১।
১৪৫. আর-রাদ্দু আলাল জাহ্মিয়া, পৃঃ ১০৪।
১৪৬. দারউ তা'আরুযিল আক্বলি ওয়ান নাক্বল ২/৩০।

(৯) ইবনু আবী ইয়া'লা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না, সে কাফের এবং কুরআন অস্বীকারকারী।[১৪৭]

(১০) ইবনু আবী ইয়া'লা আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যারা বলে যে, আল্লাহ যখন মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন তখন শব্দ ছাড়াই কথা বলেছিলেন। আমার পিতা বললেন, আল্লাহ শব্দ যোগেই কথা বলেছিলেন। এ সম্পর্কিত সকল হাদীছ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আমরা ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করি।[১৪৮]

(১১) লালকাঈ আব্দুস বিন মালেক আল-আত্ত্বার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَلَا تَضْعُفْ أَنْ تَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ 'কুরআন আল্লাহ্র বাণী। এটা সৃষ্ট নয়। তুমি এটা সৃষ্ট নয় বলতে মোটেও দুর্বলতা বোধ কর না। কেননা আল্লাহ্র কালাম আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আর তার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই সৃষ্ট নয়'।[১৪৯]

তাক্বদীর প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ :

(১) 'আল-মানাকিব' গ্রন্থে ইবনুল জাওযী মুসাদ্দাদের নিকট লিখিত ইমাম আহমাদের একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন- তাক্বদীরের ভাল-মন্দ, তিতে-মিঠে সবই আল্লাহ থেকে হয় বলে ঈমান রাখবে।[১৫০]

(২) আল-খাল্লাল আবুবকর আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ আব্দুল্লাহকে তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি

---

১৪৭. ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/৫৯, ১৪৫।
১৪৮. ঐ ১/১৮৫।
১৪৯. শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১৫৭।
১৫০. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ (প্রকাশক : দারুল আফাক্বিল জাদীদা), পৃঃ ১৬৯, ১৭২।

বললেন, ভাল-মন্দ বান্দার জন্য নির্ধারিত। তাঁকে বলা হ'ল, আল্লাহ কি ভাল-মন্দ সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন।[১৫১]

(৩) ইমাম আহমাদ রচিত 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে আছে, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ, কম-বেশী, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, তিতে-মিঠে, প্রিয়-অপ্রিয়, নেকী-বদী, সুন্দর-অসুন্দর, শুরু-শেষ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এটা তাঁর ফায়ছালা যা তিনি তাঁর বান্দাগণের জন্য করে রেখেছেন এবং তাঁর তাক্বদীর বা পরিকল্পনা যা তিনি সাব্যস্ত করেছেন। কোন বান্দাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা লংঘন করতে পারে না এবং তার ফায়ছালা অতিক্রম করতে পারে না।[১৫২]

(৪) আল-খাল্লাল মুহাম্মাদ বিন আবী হারূন থেকে, তিনি আবুল হারেছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, অনন্তর আল্লাহ জাল্লা শানুহূ পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ নির্ধারণ করেছেন। যাকে তিনি ভাগ্যবান লিখে দিয়েছেন সে সৌভাগ্যবান, আর যার বরাতে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন সে দুর্ভাগা।[১৫৩]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আলী বিন জাহ্ম আমার পিতাকে প্রশ্ন করেছিল যে, যে ব্যক্তি তাক্বদীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলবে সে কি কাফের? তার উত্তরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যখন সে আল্লাহ্র জানার ক্ষমতা অস্বীকার করবে- যখন সে বলবে আল্লাহ আগে আলেম ছিলেন না, বিদ্যা সৃষ্টি করার পরই তিনি জানার ক্ষমতা অর্জন করেছেন- সে কাফের।[১৫৪]

(৬) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আরেকবার আমি আমার পিতাকে ক্বাদারীর পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না তা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, যদি সে তাক্বদীর নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাক্বদীর অস্বীকারের প্রতি আহ্বান জানায় তাহ'লে তার পিছনে ছালাত আদায় কর না।[১৫৫]

---

১৫১. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৮৫।
১৫২. ঐ, পৃঃ ৬৮।
১৫৩. ঐ, পৃঃ ৮৫।
১৫৪. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ১১৯।
১৫৫. আস-সুন্নাহ ১/৩৮৪।

ঈমান প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহঃ) :

(১) ইবনু আবী ইয়া‘লা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে ঘৃণা করা ঈমানের উত্তম আচরণসমূহের অন্যতম।[১৫৬]

(২) ইবনুল জাওযী আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, الايمان يزيد وينقص ‘ঈমান বাড়ে ও কমে’। যেমন হাদীছে এসেছে- أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنِ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا- ‘মুমিনদের মধ্যে চরিত্র বিচারে যে সুন্দরতম ঈমানের দিক দিয়ে সেই পূর্ণতম’।[১৫৭]

(৩) আল-খাল্লাল সুলায়মান বিন আশ‘আছ[১৫৮] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ বলেছেন, الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالْبِرُّ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْمَعَاصِي تُنْقِصُ الْإِيْمَانَ ‘ছালাত, যাকাত, হজ্জ ও পুণ্য কাজ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং পাপাচার ঈমান হ্রাস করে’।[১৫৯]

(৪) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি বলে ঈমান হ’ল কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে, কিন্তু এ কথা বলার সময় সে ইনশাআল্লাহ বলে না, সে কি মুরজিয়া? তিনি বললেন, আমি আশা করি সে মুরজিয়া বলে গণ্য হবে না। আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, ইনশাআল্লাহ না বলার বিপক্ষে প্রমাণ কবরবাসীদের জন্য

---

১৫৬. ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ২/২৭৫।

১৫৭. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ১৭৩, পৃঃ ১৫৩, ১৬৮। হাদীছটি উদ্ধৃত হয়েছে মুসনাদ আহমাদ ২/২৫০; আবূদাউদ হা/৪৬৮২, হাদীছ হাসান, ‘আস-সুন্নাহ’ অধ্যায়, ‘ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রমাণ’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/১১৬২, ‘দুধপান’ অধ্যায়, ‘স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার’ অনুচ্ছেদ। তাঁরা সকলেই আবূ সালামার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটি সম্পর্কে বলেছেন, هذا حديث حسن صحيح ‘এটি হাসান ছহীহ হাদীছ’।

১৫৮. সুলায়মান বিন আশ‘আছ হ’লেন আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন আশ‘আছ বিন ইসহাক্ব সিজিস্তানী, সুনান আবী দাঊদ গ্রন্থের সংকলক। তাঁর সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন, ‘তিনি ইমাম, ছাব্ত বা বিশ্বস্ত ও নেতৃস্থানীয় হাফেয। তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফায ২/৫৯১; তারীখে বাগদাদ ৯/৫৫)।

১৫৯. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৯৬।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো‘আ- وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ‘ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে যোগ দেব’।[১৬০]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে মুরজিয়ার মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে শুনেছি, نَحْنُ نَقُولُ: اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ إِذَا زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَقَصَ إِيمَانُهُ ‘আমরা তো বলি, ঈমান হ’ল কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে। মানুষ যখন ব্যভিচার করে এবং মদপান করে তখন তার ঈমান কমে যায়’।[১৬১]

ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সকলেরই সদগুণাবলীর আলোচনা করা এবং তাঁদের দোষ চর্চা ও তাঁদের মাঝে সংঘটিত দ্বন্দ্ব আলোচনা থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। সুতরাং যে ছাহাবীদেরকে কিংবা তাঁদের একজনকেও গালি দিবে সে বিদ‘আতী, রাফেযী, বদমাশ, দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত ধ্বংসোন্মুখ। আল্লাহ তার ফরয নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। বরং তাঁদেরকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে রাসূলের সুন্নাত, তাঁদের জন্য দো‘আ করায় রয়েছে আল্লাহ্র সান্নিধ্য, তাঁদের অনুসরণে রয়েছে নাজাতের অসীলা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে রয়েছে বহু ফযীলত বা মাহাত্ম্য। (নবীদের পর পর্যায়ক্রমে চার খলীফা শ্রেষ্ঠ মানুষ)। ঐ চারজনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবী মানব জাতির শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। তাঁদের কোন একজনেরও নিন্দামন্দ করা জায়েয নয় এবং কারও নামে দোষ-ত্রুটি আরোপ করাও বৈধ নয়। কেউ এমনটা করলে রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে শাস্তি ও আদব শিক্ষা দেওয়া, তাকে কোন ক্রমেই রেহাই না দেওয়া।[১৬২]

(২) ইবনুল জাওযী মুসাদ্দাদের নিকট লিখিত ইমাম আহমাদের একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে, তুমি আবূবকর, উমর, উছমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের, সা’দ, সাঈদ, আব্দুর রহমান, আবূ উবায়দা ইবনুল

---

১৬০. মুসলিম হা/৯৭৪, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘গোরস্থানে প্রবেশকালে কী বলবে এবং কবরবাসীদের জন্য কী দো‘আ করবে’ অনুচ্ছেদ। আত্বা-এর সনদে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ (বিন আহমাদ), আস-সুন্নাহ ১/৩০৭, ৩০৮।

১৬১. আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ ১/৩০৭।

১৬২. ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৭৭-৭৮।

Contents

জার্রাহ (রাঃ)- এই দশজনকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিবে। তাঁরা ছাড়াও নবী (ছাঃ) যাঁদেরকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন আমরা তাঁদেরকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেই।[১৬৩]

(৩) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে ইমামদের (খলীফাদের) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাঁরা হ'লেন, আবূবকর, তাঁরপর উমর, তাঁরপর ওছমান এবং তাঁরপর আলী।[১৬৪]

(৪) আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, যারা বলে বেড়ায় যে আলী (রাঃ) খলীফা নন, তাদের সম্পর্কে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ ধরনের কথা খুবই খারাপ ও ন্যক্কারজনক।[১৬৫]

(৫) ইবনুল জাওযী ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে আলী (রাঃ)-এর খেলাফত মানে না সে তার বাড়ির গাধাদের থেকেও নিকৃষ্ট।[১৬৬]

(৬) আবূ ইয়া'লা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে আলী বিন আবু ত্বালিবকে চতুর্থ খলীফা হিসাবে মানে না তোমরা তার সঙ্গে না কথোপকথন করবে, না বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।[১৬৭]

তর্কশাস্ত্র ও দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিষেধ বাণী :

(১) ইবনু বাত্ত্বাহ আবূবকর মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, যে তর্কশাস্ত্রে মশগূল হয় সে সফলতা লাভ করতে পারে না। যে তর্কশাস্ত্রে মশগূল হয় সে ব্যর্থমনোরথ হবেই।[১৬৮]

(২) ইবনু আব্দিল বার্র ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে তর্কশাস্ত্রে মশগূল হয় সে কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। তর্কশাস্ত্রে লিপ্ত এমন কাউকে তুমি পাবে না যার অন্তরে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার বাসনা নেই।[১৬৯]

---

১৬৩. ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ১৭০।
১৬৪. আস-সুন্নাহ, পৃঃ ২৩৫।
১৬৫. ঐ, পৃঃ ২৩৫।
১৬৬. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ১৬৩।
১৬৭. ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/৪৫।
১৬৮. আল-ইবানা ২/৫৩৮।
১৬৯. জামেউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া) ২/৯৫।

(৩) হারাবী আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা মন্ত্রী উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাকান[১৭০]-এর নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, আমি কোন তার্কিক বা দার্শনিক নই এবং আমি যুক্তি-দর্শনকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্তও মনে করি না। আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের হাদীছে যুক্তি-দর্শনের যতটুকু আছে আমি তাই যথার্থ মনে করি, তাছাড়া অন্যত্র যুক্তি-দর্শনকে আমি অপ্রশংসনীয় মনে করি।[১৭১]

(৪) ইবনুল জাওযী মূসা বিন আব্দুল্লাহ আত-ত্বারসূসী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তোমরা তর্কশাস্ত্রকারদের মজলিসে বস না, যদিও তারা সুন্নাতের পক্ষে সহায়তা করে।[১৭২]

(৫) ইবনু বাত্ত্বাহ আবুল হারেছ আছ-ছায়েগ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে তর্কশাস্ত্রকে ভালোবাসবে তার মন থেকে তা বিদূরিত হবে না। আর তুমি কোন তর্কশাস্ত্রকারকে সফল দেখতে পাবে না।[১৭৩]

(৬) ইবনু বাত্ত্বাহ উবায়দুল্লাহ বিন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তোমরা সুন্নাহ, হাদীছ ও আল্লাহ যাতে তোমাদের কল্যাণ রেখেছেন তা আঁকড়ে ধরে থাক। সাবধান! তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় কখনই লিপ্ত হবে না। যে তর্কশাস্ত্রকে প্রিয় জানে সে সফলতা লাভ করতে পারে না। যতজনই তর্কশাস্ত্রের পিছনে লেগেছে শেষ পরিণতিতে তারা বিদ‘আতের পথ অবলম্বন করেছে। কেননা তর্কশাস্ত্র কোন ভাল কিছুর দিকে ডাকে না। সেজন্য আমি তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া পসন্দ করি না। তোমরা বরং রাসূলের সুন্নাহ, ছাহাবীদের আছার বা আদর্শ ও ফিক্বহ মেনে চলবে। এগুলো তোমাদের উপকার

---

১৭০. উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাকান হ’লেন আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাকান তুর্কী, পরে বাগদাদী। তিনি ছিলেন খলীফা মুতাওয়াক্কিল ও মু‘তামিদের একজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী। মুতাওয়াক্কিল তাঁকে খুব সমাদর করতেন। তিনি বড় দানশীল ছিলেন। তিনি ইমাম আহমাদ থেকে বেশ কিছু কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আমি আহমাদকে বলতে শুনেছি, আমি রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ধন-সম্পদ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখি, তবে তা হারাম নয়। তিনি ২৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন (সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৯/১৩, ত্বাবাকাতুল হানাবিলা ১/২০৪)।

১৭১. যাম্মুল কালাম, পৃঃ ২১৬।

১৭২. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ২০৫।

১৭৩. ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানা ২/৫৩৯।

Contents

লাভের উপকরণ। তোমরা বক্রমনা তার্কিকদের সঙ্গে তর্ক ও বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হ'তে যাবে না। আমরা অনেক এমন মানুষ পেয়েছি যারা তর্কশাস্ত্র কি তা জানে না এবং তার্কিকদের থেকে দূরে থাকে। কারণ তর্কশাস্ত্রের পরিণতি কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ফিৎনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদ রাখুন।[১৭৪]

(৭) ইবনু বাত্ত্বাহ 'আল-ইবানা' গ্রন্থে আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে তর্কশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পোষণ করতে দেখবে তখন তাকে এড়িয়ে চলবে।[১৭৫]

এই হ'ল দ্বীনের মূলনীতিমালা সংক্রান্ত ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর বক্তব্য, আর তর্কশাস্ত্র প্রসঙ্গে এটাই তাঁর অবস্থান।

উপসংহার :

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে আমাদের সামনে চার ইমামের মতের সামঞ্জস্য ও ঐকমত্য ফুটে উঠেছে। কেননা তাঁদের সবার আক্বীদা-ই এক, কেবল ঈমান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন বলেও অভিমত আছে।

এ আক্বীদা মুসলমানদের এক বিধানের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে এবং দ্বীনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি থেকে হেফাযত করতে খুবই উপযুক্ত। কেননা এর ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ। আসলে কম লোকই অনুসরণীয় এই ইমামদের আক্বীদা যথাযথভাবে জানে ও বোঝে এবং যেমনটা অনুধাবন করা উচিত তেমন অনুধাবন করে। জনারণ্যে তো এ কথা প্রচলিত যে, এই ইমামগণ তাফবীয বা ন্যাস্তকরণ-এর প্রবক্তা, কুরআন-হাদীছের শব্দাবলীর আক্ষরিক পাঠ ও তাঁর অর্থ ছাড়া তারা তা তলিয়ে বুঝতেন না। কি সাংঘাতিক কথা! এ যেন মহান আল্লাহ তামাশা বৈ অন্য কোন উদ্দেশ্যে অহী নাযিল করেননি!

অথচ আল্লাহ বলেছেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 'এটা এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি

১৭৪. ঐ, ২/৫৩৯।
১৭৫. ঐ, ২/৫৪০।

Contents

নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ– 'নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বপালকের পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ। জিবরীল একে নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পার। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়' *(শু'আরা ২৬/১৯২-৯৫)*।

আরেক আয়াতে তিনি বলেছেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'আমরা উক্ত কিতাব নাযিল করেছি আরবী কুরআন হিসাবে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তো কুরআন নাযিলই করেছেন তাঁর আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এবং তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তা কাজে লাগানোর বা আমল করার জন্য। তিনি এ বার্তাও প্রদান করেছেন যে, তিনি তা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ তার অর্থ বোঝে ও অনুধাবন করে। আর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ বোঝার জন্য তাকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন, তখন ভাষার দাবী অনুসারেই যাদের উদ্দেশ্যে তা নাযিল হয়েছে তাদের জন্য তার অর্থ বোঝা অবশ্যই সহজ হবে। যদি তার অর্থ বোধগম্য না হয় তাহ'লে তা নাযিল করা হবে অর্থহীন। কেননা একটি জাতির নিকট এমন বাণী নাযিল করার কোন মানেই হয় না যা তাদের নিকট অর্থহীন ধ্বনি তুল্য।

এ ধরনের কথা আসলে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাঁদের পরে আগত ইমামদের আক্বীদার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ এবং তাঁদের নামে অপবাদ- যা থেকে তাঁরা ছিলেন সর্বাংশে মুক্ত। নবুঅতের যুগের কাছাকাছি হওয়ায় তাঁরা অহীর পাঠের (নছ-এর) ভাল মত অর্থ জানতেন এবং তার মর্মও বুঝতেন। বরং তাঁরা এই বুঝাবুঝির অধিকার অন্যদের তুলনায় বেশী রাখতেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদত যা করতেন তা তাঁরা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বুঝে-সুঝে করতেন এবং সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হক ও শরী'আতসম্মত বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। অতএব যখন তাঁরা

Contents

তাঁদের মা'বূদের নিকট পৌঁছার পথ বুঝতে পেরেছিলেন তখন তাঁরা তাঁদের মা'বূদকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীসহ জানবেন না তা কি করে হয়। আর আল্লাহ নিজের পরিচয় যেসব আয়াতে দিয়েছেন তার সঠিক অর্থও তাঁরা জানবেন না তাই বা কি করে হয়।

মোটকথা, চার ইমামের আক্বীদা ছহীহ আক্বীদা, যা কুরআন সুন্নাহর নির্মল ঝর্ণাধারা থেকে উৎসারিত। যা ব্যাখ্যা, উপমা, তুলনা ও নির্গুণবাদিতার দূষণ থেকে মুক্ত ছিল। এখন যারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী বাতিল করে দিচ্ছেন কিংবা তাঁর গুণাবলীর উপমা উদাহরণ টেনে মূল বা আক্ষরিক অর্থ বিগড়ে দিচ্ছেন তারা মা'বূদের গুণাবলী যথাযথভাবে বুঝতে পারছেন না, বরং মাখলূকের গুণাবলীর সঙ্গে একাকার করে বুঝছেন। তারপর তা থেকে রক্ষা পেতে উপমা-ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু এটা ঐ ফিৎরাত বা স্বভাবের পরিপন্থী যা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঐ স্বাভাবিক বিধানে বলে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ্‌র মত কেউ নেই। না তাঁর সত্ত্বায়, না তাঁর গুণাবলীতে, না তাঁর কাজে-কথায়। কাজেই মানুষ কিংবা অন্য কোন মাখলূকের সঙ্গে আল্লাহকে একাকার করে ফেলার কোনই অবকাশ নেই।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন এই পুস্তিকা দ্বারা মুসলিমগণ উপকার লাভের সুযোগ করে দেন এবং তাদেরকে এক পথ, এক আক্বীদা ও এক বিশ্বাসের উপর ঐক্যবদ্ধ করে দেন, যা কি-না কুরআন সুন্নাহর আক্বীদা এবং নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। সকল ইচ্ছার পিছনে রয়েছেন আল্লাহ। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর অভিভাবক! আর আমাদের শেষ নিবেদন, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং তিনি রহম করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ-এর উপর।

***

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-